প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০১ ❖ ৯ - ১৫ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

যিশুর দীক্ষাস্নানে আমাদের দীক্ষাস্নানের পূর্ণতা

ঈশ্বর-জননী ধন্যা মারীয়া সমগ্র মানব-জাতির মাতা

চির স্মরণীয় আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা

বাবার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

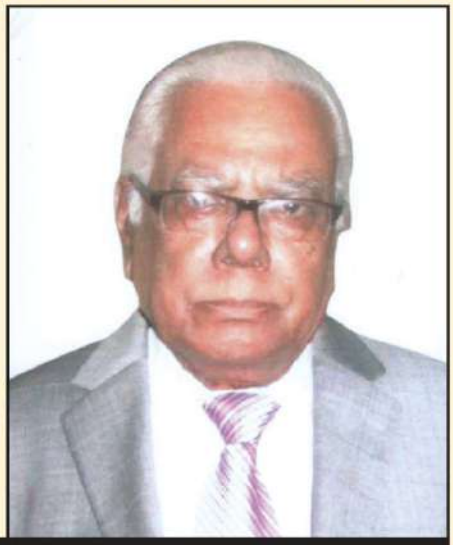

প্রয়াত আন্তনী কস্তা

জন্ম: ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: তিরিয়া, নাগরী
ফার্মগেট, তেজগাঁও

আমাদের বাবা ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাদের বিবাহিত জীবন ছিল ৬৫ বৎসরের। তাদের ঘরে ছিল ৯ ছেলে মেয়ে। তারা দীর্ঘ এই বিবাহিত জীবনে অতি যত্নে ছেলে-মেয়েদের লালন পালন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাদের ৮ ছেলে-মেয়েই পরিবার নিয়ে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তারা সুনামের সাথে সংসার করে যাচ্ছেন। বাবা একটা সময়ে অনেক কষ্ট করে জীবনে সাফল্য এনেছেন এবং সুখের মধ্যদিয়েই বাকী জীবনটা পার করেছেন।

প্রিয় পাঠকগণ, আমরা বাবার অতীত নিয়ে একটু স্মৃতিচারণ করছি। বাবা, তার বাবাকে হারিয়েছিল ৬ বৎসর বয়সে। তারা ছিল ২ ভাই সাথে মা। বাবা ছিলেন বড়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে মা, ভাইকে রেখে নাগরী মিশনের বিল্ডিং তৈরিতে লেবারের কাজে নিযুক্ত হন। সেই ছোট ছেলেটি খুব মনোযোগ সহকারে কাজ করতেন। এই দৃশ্য একদিন বড় মালিকের চোখে ধরা পড়লে মালিক ঐখানকার কাজ শেষ করে বাবাকে ঢাকার হলিফ্যামিলি হসপিটাল তৈরির কাজে নিযুক্ত হতে বললেন। তার কথামত সেখানে বাবা কাজ শুরু করেন। দিনে দিনেই বাবার কাজের উন্নতি হচ্ছিল। ঐ কাজের শেষ পর্যায়ে মালিক বাবাকে অতি যত্নে বিল্ডিং বানানের সকল সাইজ গুলো হাতে কলমে শিখিয়ে দেন। শুধু তাই নয় বিল্ডিং বানানোর কিছু যন্ত্রাংশ বাবাকে দিয়েছেন। সেই থেকে বাবাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বাবার কাছে কোন ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট ছিলনা। কিন্তু বাবা অতি দক্ষতার সাথে বিল্ডিং বানানোর কাজগুলো শিখেছিলেন। তারপর সামনে চলার বিশাল পথ তিনি কাজের মধ্যদিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন। ঢাকা সিটির প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেট, মহাখালি, ময়মনসিংহ, বটমলি হোমস সহ অনেক জায়গায় বাড়ী এবং মার্কেট বানিয়েছেন অতি দক্ষতা এবং সুনামের সাথে। শুধু তাই নয় তিনি অনেক মিশনারী কাজও করেছেন। বাবা পাগারের গির্জা, নাগরী মিশনের গ্রোটো, নোয়াখালিতে হসপিটাল বানিয়েছেন। বাবা, প্রথম বানিয়েছিলেন "মাদার নির্মল হৃদয়" বিল্ডিংটি। তিনি আরও অনেক কাজ করেছেন। আজও মানুষ (আন্তনী কন্ট্রাক্টর) নামে তাকে চিনে এবং মনে করে। বাবার জমি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ছিল অগাধ জ্ঞান। পড়ালেখা তার জীবনে হয়নি। যাকে বলে God Gifted। সত্যি প্রশংসা না করে পারি না। একটি শিক্ষিত লোক যা করতে পারত না বাবা তা করে দেখিয়েছেন। বাবা তার লেবারদের অতি যত্নে কাজ শিখিয়েছেন। আজ তার এই শিক্ষা থেকে অনেক লেবার এখন বাড়ী বানাতে সক্ষম হচ্ছে। বাবা ৪৫ বৎসর অতি সুনামের সাথে এই কন্ট্রাকশনের কাজ করে গেছেন।

বাবা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমেরিকায় যাতায়াত করতেন। একটা সময়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। ৪/৫ বৎসর পর পর দেশে আসা যাওয়া করতেন। এমতাবস্থায় ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ১৮ অক্টোবর একরকম আমেরিকা থেকে বিদায় নিয়েই দেশে নিজের হাতে বানানো বাড়ীতে (ফার্মগেট) চলে আসেন। বাবা সুস্থই ছিলেন। বাবা এসে বলেছিলেন এ দেশে আমার মৃত্যু হলে আমার জন্মভূমি নাগরীতে আমাকে মাটি দিবে। ১০ জানুয়ারি বিকেল থেকে বাবার শ্বাস কষ্ট বেড়ে গিয়ে শরীর থেকে ডায়বেটিস, প্রেসার কমে যাচ্ছিল। বাবার শরীর দ্রুতই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তাকে হসপিটালে নিয়ে যাই। ডাক্তারদের কোন চেষ্টাই কাজে লাগেনি। প্রেসার কমে বাবা হার্টএট্যাক করে ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় মৃত্যু বরণ করেন। যেহেতু সময়টা ছিল করোনাকালীন তাই তার সব ছেলে-মেয়েরা আমেরিকা থেকে আসতে না পারায় বাবাকে নাগরীতে কবরস্থ করতে পারেনি। তাই সব ব্যবস্থা নিয়ে শেষে বাবার মৃতদেহ আমেরিকাতে পাঠাই এবং ২৫ তারিখে পূর্বের কিনে রাখা কবরেই তাকে সমাহিত করা হয়। এই সকল কাজ গুলো সুন্দর মতই সম্পন্ন হয়েছিল। বাবার ১ বৎসরের মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণ সভা ১১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তেজগাঁও কমিনিটি সেন্টারে দুপুর ১২টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। যাদের পক্ষে সম্ভব তারা অবশ্যই বাবার স্মরণ সভায় যুক্ত হবেন। সবাইকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাই।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার শ্বশুর বাবাকে স্বর্গে তার পাশেই স্থান দেন। শোকাহত পরিবারের পক্ষে

মা : ভেরুনিকা গমেজ
মেয়ে ও জামাই : আল্পনা-স্বপন, আলো-ডানিয়েল, লুসী-অপু, অরুনা-চপল ও আশা
ছেলে ও বউ : সমীর-চন্দ্রা, সন্দীপ-রিনা, সচীন-ইভা, শংকর (মৃত), সিদ্ধার্থ ও সমরাট
নাতী-নাতনী, নাতনী জামাই ও পুতি-পুতিন

বিজ্ঞ-০১/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ০১
৯-১৫ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৫ পৌষ - ১ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নতুন বছরের প্রত্যাশা: পৃথিবীর সুস্থতা

সময় চলে যায় সময়ের আবর্তে। কারো জন্য সে অপেক্ষা করে না। কারো আনন্দ-বেদনা-বিষাদে কিছু যায় আসে না তার। সে চলে আপন গতিতে, আপন ভাবে। তেমনিভাবে মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল আরও একটি বছর। বর্ষ পরিক্রমায় যুক্ত হলো আরেকটি পালক। নতুন একটি বর্ষ শুরু করলো বিশ্ব। স্বাগত ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ।

নতুন বছরের শুরুতে স্বাভাবিকভাবেই একবার পিছন ফিরে দেখার তাগিদ কাজ করে সবার মধ্যে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়েই মানুষের জীবন। বিগত বছরে পাওয়া-না পাওয়ার হিসাবটাই তাই আগে চলে আসে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দ শেষ হলো। বছরটিকে বরণ করার সময় কেউ ভাবেনি যে, বছরটিও আগের বছরের মতো মানব জাতির জন্য এতটা বিষময় হবে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের প্রাক্কালে আশা ছিল পৃথিবী আবার স্বাভাবিক হবে। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। ২০২১ খ্রিস্টাব্দও কাটলো আতঙ্ক, উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে। প্রায় সারা বছরই থাকলো আপনজন হারানোর বেদনা, থাকলো করোনাভাইরাসের মরণ-ভীতি। এমনি দুর্বিসহ অবস্থায় বিগত এক বছরে কী করলাম, আমার কী করার ছিল, কেন করতে পারলাম না-এই ভাবনাগুলো নতুন বছরের চেতনা দান করবে। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষামতে, সব মানুষকেই তার প্রতিটি কর্মের জন্য একদিন পিতা পরমেশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মনে রাখা ভাল ঈশ্বর মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত আছেন। এজন্য মানুষের উচিত অতীতের ভুলত্রুটি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন মানুষ হওয়ার দৃঢ় সাধু-সংকল্প গ্রহণ।

বিদায়ী বছরের সকল ব্যর্থতাকে সরিয়ে রেখে নতুন বছরে নতুনভাবে এখন থেকেই শুরু হোক আমাদের পথচলা। কেননা নতুন বছর সবসময় নিয়ে আসে নতুন বারতা। ঘোষণা করা হয় সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়। কোনো কিছুতেই পেছনে ফিরে যাবে না জীবন, যদিও আসে ছন্দ পতন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক ভাষণে বলেছিলেন, 'মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়; সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়; পাখির গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে; আবরণের আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে। তাই প্রতিটি নববর্ষে মানুষের নতুন করে আবির্ভাব ঘটে জীবনের পথে। জীবনের পথে প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট যেসব বাঁধা আসে তা দূর করার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা থাকতে হয়।

নতুন বছরে নতুন নতুন স্বপ্নের পশরা সাজিয়ে আশায় বুক বেঁধেছে বাংলাদেশ। দেশে আসবে শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। দূর হবে জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ, মাদকের ভয়াবহতা এবং হন্তারক ব্যধি করোনা। সম্প্রীতি ও সমঝোতার সংস্কৃতি রচনায় রাজনৈতিক দলগুলো আরো বেশি অগ্রসর হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয়ে উন্নীত হবে। এগুলোর সাথে সাথে বাড়বে জীবনের নিরাপত্তা, সহনীয় দ্রব্যমূল্য, শিশু-প্রবীণদের প্রতি দরদবোধ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা। দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে আইনের শাসনের ভিত আরো মজবুত হোক। দেশের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীও তাদের সবলতা-দুর্বলতা নির্ণয় করে বছরের শুরু থেকেই খ্রিস্টভক্তদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গঠনদানের জন্য পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে চলুক। ব্যক্তি ও প্রতিটি পরিবার প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করতে, ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ ও তা ধ্যান করতে অঙ্গীকার করুক। নিজেকে সুন্দর করে গড়ে তুললে দেশ, জাতি ও মণ্ডলীও সুন্দর হয়ে উঠবে। দেশ বর্তমানের ক্রান্তিকাল উত্তরণে বিভিন্নমুখী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ তা মানেন না। অন্যে মান্য করে না বলে আমিও মানবো না এ বোধ আমাদের মধ্য থেকে দূর হোক। অতি আনন্দ ও উৎসব করতে গিয়ে আমরা যেন পরস্পরের বিপদ ডেকে না আনি। নববর্ষের আনন্দ-ফানুস অনেকের জীবনকেই কেড়ে নিয়েছে। আমাদের অসচেতন স্ফূর্তিময় সমাবেশও আমাদের জীবনে নাশ আনতে পারে। তাই নিজেকে ও পৃথিবীকে সুস্থ রাখতে আমাদেরকে সচেতন আচরণ করতে। আমি আপনি যে বয়সেরই হই না কেন, মনে রাখবো দায়িত্বে সচেতন হলে আমার দ্বারা সবাই উপকৃত হবে।

৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রাল গির্জায়। বাংলাদেশ মণ্ডলী গঠনে তার অবদানের কথা স্মরণ করে আরো অনেক ব্যক্তিবর্গ একত্রিতভাবে প্রার্থনা করলে তার অবদানকে শ্রদ্ধা করা হতো। ঈশ্বর প্রয়াত আর্চবিশপ পলিনুস কস্তাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

খ্রিস্টীয় নতুন বছরে আমাদের সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন॥ †

এবং পবত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের মত, তাঁর উপরে নেমে এলেন; এবং স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।' *(লুক-৩:২২)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

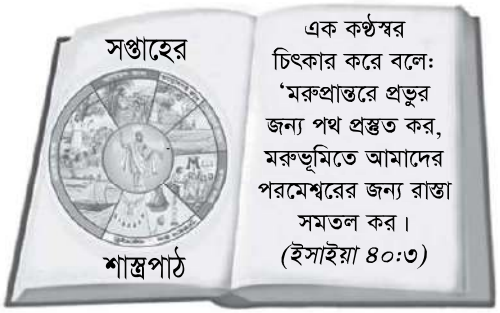

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৯-১৫ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৯ জানুয়ারি, রবিবার
প্রভু যীশুর দীক্ষাস্নান, পর্ব
ইসা ৪০: ১-৫, ৯-১১, সাম ১০৪: ১-৪, ২৪-২৫, ২৭-৩০, তীত ২: ১১-১৪; ৩: ৪-৭, লুক ৩: ১৫-১৬- ২১-২২ (বিকল্প)
ইসা ৪২: ১-৪, ৬-৭, সাম ২৯: ১ক, ২, ৩কগ-৪, ৯খ-১০, শিষ্য ১০: ৩৪-৩৮, লুক ৩: ১৫-১৬- ২১-২২
সাধারণকাল (তপস্যাকালের পূর্বে)

১০ জানুয়ারি, সোমবার
১ সামু ১: ১-৮, সাম ১১৬: ১২-১৯, মার্ক ১: ১৪-২০,

১১ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
১ সামু ১: ৯-২০, গীতিকা ১ সামু ২: ১, ৪-৮, মার্ক ১: ২১-২৮

১২ জানুয়ারি, বুধবার
১ সামু ৩: ১-১০, ১৯-২০, সাম ৪০: ১, ৪, ৬-৯, মার্ক ১: ২৯-৩৯

১৩ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধু হিলারী, বিশপ ও আচার্য, ১ সামু ৪: ১-১১, সাম ৪৪: ৯-১০, ১৩-১৪, ২৩-২৪, মার্ক ১: ৪০-৪৫

১৪ জানুয়ারি, শুক্রবার
১ সামু ৮: ৪-৭, ১০-২২, সাম ৮৯: ১৫-১৮, মার্ক ২: ১-১২

১৫ জানুয়ারি, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
১ সামু ৯: ১-৪, ১৭-১৯: ১০: ১, সাম ২১: ১-৬, মার্ক ২: ১৩-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৯ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৪৭ ফাদার যোসেপ্পে মাক্কি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯২ ব্রাদার এন্ড্রু স্টেপস সিএসসি (ঢাকা)

১০ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৭৭ ফাদার ফের্দিনান্দো সজ্জি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৮ ফাদার লাওরেন্ট লেকাভালি সিএসসি

১২ জানুয়ারি, বুধবার
+ ২০১০ সিস্টার মেরী বন্দনা এসএমআরএ (ঢাকা)

১৩ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮২ সিস্টার এম. অ্যালুইস স্মিথ সিএসসি

১৪ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯২৪ ফাদার লুইজি মেলেরা পিমে
+ ১৯৫৯ ফাদার আমের ডেরুসে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৫ জানুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৫০ সিস্টার এম. ক্যাথেরিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফাদার রেমন্ড বোয়াভে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

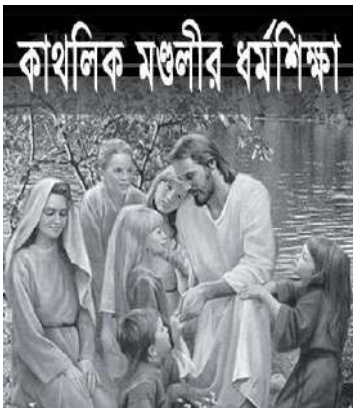

১৩২৬ : পরিশেষে, খ্রীষ্টপ্রসাদীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা ইতোমধ্যেই স্বর্গীয় উপাসনার সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করি এবং অগ্রিম আস্বাদন করি অনন্ত জীবন, যখন ঈশ্বর হবেন সবার মধ্যে সবকিছু।

১৩২৭ : সংক্ষেপে, খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুষ্ঠান হল আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সমগ্রতা ও সারসংক্ষেপ। "আমাদের চিন্তাধারা খ্রীষ্টপ্রসাদের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা এবং খ্রীষ্টপ্রসাদ অপরদিকে আমাদের চিন্তাধারাকে দৃঢ় প্রতিপন্ন করে।"

॥খ॥ এই সংস্কারটির নাম কি?

১৩২৮: এই সংস্কারের অফুরান সমৃদ্ধি আমাদের দেয়া বিভিন্ন নামে প্রকাশ পায়। প্রতিটি নাম এর কিছু কিছু দিক তুলে ধরে। একে বলা হয়:
খ্রীষ্টপ্রসাদ, কারণ এ হল ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। গ্রীক শব্দদয় EUCHARISTEIN এবং EULOGEIN স্মরণ করায় ইহুদী 'ধন্য'বাদ সমূহ, যা বিশেষভাবে ভোজের সময় ঘোষণা করে, ঈশ্বরের কর্মসকল: সৃষ্টি, মুক্তি ও পবিত্রীকরণ।

১৩২৯: প্রভুর ভোজ, কারণ প্রভু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে, তাঁর যাতনাভোগের প্রাক্কালে যে ভোজে মিলিত হয়েছিলেন তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং যেহেতু এই ভোজ স্বর্গীয় জেরুসালেমে মেষশাবকের বিবাহ ভোজের পূর্বাভাস।
রুটি খণ্ডন অনুষ্ঠান, কারণ যীশু এই রীতিটি ব্যবহার করেছেন, যা ছিল ইহুদীদের ভোজের একটি অংশবিশেষ; ভোজসভার কর্তারূপে যীশু রুটি আশীর্বাদ করলেন ও বিতরণ করলেন; সর্বোপরি শেষভোজেই যীশু এই রীতি ব্যবহার করেছেন। রুটি খণ্ডনের দ্বারাই শিষ্যেরা যীশুর পুনরুত্থানের পর তাঁকে চিনতে পারবে, এবং প্রথম খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তাদের খ্রীষ্টপ্রসাদীয় ভক্তমণ্ডলকে ঐ নামেই অভিহিত করবে, এবং এভাবে করার মাধ্যমে তারা এই অর্থ প্রকাশ করেছে যে, যারা একই ভাঙ্গা রুটি খায়, তারা এই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে, তাঁর সঙ্গে মিলন-বন্ধনে প্রবেশ করে এবং তাঁর আশ্রয়ে তারা একই দেহ গঠন করে।
খ্রীষ্টপ্রসাদীয় মণ্ডলী (SYNAXIS) কারণ খ্রীষ্টপ্রসাদ ভক্তবিশ্বসীদের সমাবেশেই অনুষ্ঠিত হয়, যারা খ্রীষ্টমণ্ডলীর দৃশ্যমান প্রকাশ।

১৩৩০: প্রভুর যাতনাভোগ ও পুনরুত্থানের স্মরণোৎসব।
পুণ্য যজ্ঞবলি, কারণ ইহা ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের একই যজ্ঞবলি উপস্থিত করে এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর নৈবেদ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। মিসার পবিত্র যজ্ঞ, "স্তুতি বলিদান", আধ্যাত্মিক যজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও পুণ্য যজ্ঞ শব্দগুলোও ব্যবহার করা হয় কারণ ইহা প্রাক্তন সন্ধির সকল যজ্ঞকে পূর্ণতা দান করে ও ঐসব যজ্ঞের উর্ধ্বে তার স্থান।
পুণ্য ও স্বর্গীয় উপাসনা, কারণ এই সংস্কার-অনুষ্ঠান খ্রীষ্টমণ্ডলীর সমগ্র আনুষ্ঠানিক উপাসনা কেন্দ্রীভূত হয় এবং এর গভীরতম অর্থ প্রকাশিত হয়; একই অর্থে আমরা এই অনুষ্ঠানকে পুণ্য রহস্যসমূহও বলে থাকি। আমরা আবার পরম পবিত্র সংস্কার বলেও প্রকাশ করি, কারণ এটি হচ্ছে সংস্কারসমূহের সংস্কার। পবিত্র সিন্দুকে সংরক্ষিত খ্রীষ্টপ্রসাদীয় রুটিকে একই নামে আখ্যায়িত করা হয়॥

যিশুর দীক্ষাস্নানে আমাদের দীক্ষাস্নানের পূর্ণতা

ফাদার সাগর কোড়াইয়া

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে জলের কথা উল্লেখ আছে, জগৎ সৃষ্টির পূর্বে "ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর ঘুরে বেড়াতো।" আর মণ্ডলীর পিতৃ পুরুষ তেতুলিয়ান জলের বন্দনা করে বলেছেন, "জল সৃষ্টির শুরুতে ছিলো। তাই জল হচ্ছে প্রাচীন একটি উপাদান। আর এই জলই জীবন দান করে।" বিজ্ঞানের ভাষায় জল হচ্ছে সকল প্রাণের উৎস। কারণ জল থেকেই এ্যামিবা নামক প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়। বিবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তীতে আজকের সৃষ্টি প্রক্রিয়া। পৃথিবীর প্রত্যেকটি সভ্যতা জলের নিকটেই গড়ে উঠেছিলো বলে ইতিহাস সাক্ষী দেয়। বিশেষভাবে হরপ্পা-মহেনজোদারো সভ্যতা সিন্ধু নদ, মিশরীয় সভ্যতা নীল নদ, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতা টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস এবং প্রাচীন চীনের হুয়াং হো সভ্যতা ইয়োলো বা হলুদ নদীর তীর ঘেষে গড়ে উঠেছিলো। সভ্যতাগুলোর সম্পর্ক নদীর জলের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। হালের ঢাকা শহরও বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেষে বানিজ্যের প্রসারের সুবিধার্থে গড়ে ওঠে। স্কুলে পড়াকালীন শেখানো হতো, 'জলের আরেক নাম জীবন' তবে বিশুদ্ধ জল। পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। সন্দেহ নেই- জল ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা দু'একদিনের জন্যে সম্ভব কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য অসম্ভব; তাই জলের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি ধর্মের সাথে নদী ও জল সম্পর্কযুক্ত। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা গঙ্গাকে মা হি স্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে দীক্ষাস্নান, পবিত্র জলসিঞ্চন, জল আশীর্বাদ ও উপাসনালয়ে প্রবেশের পূর্বে জলের স্পর্শ অন্যতম। খ্রিস্টীয় দীক্ষাস্নান শব্দটির সাথে জলের সম্পর্ক আরো বেশী লক্ষ্যণীয়। এছাড়াও জর্ডন নদীকে খ্রিস্টধর্মে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ জর্ডন নদীর জলেই খ্রিস্ট দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছেন। 'দীক্ষা' শব্দটি নানা আঙ্গিকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ কোন কাজ বা অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ধর্মীয় রীতি মেনে নিজেকে যোগ্য করে তোলার আরেক নাম দীক্ষা। তাই দীক্ষা হচ্ছে ঐশরীক কার্যাবলীর বাহ্যিক চিহ্ন। যিশুর দীক্ষাস্নান গ্রহণের পরের ঘটনা কিন্তু তাই প্রকাশ করে। যিশু দীক্ষা লাভের পরেই মরুপ্রান্তরে চলে যান 'যিশুর দীক্ষাস্নানের পর পবিত্র আত্মা তাঁকে নিয়ে গেলেন মরুপ্রান্তরে, কেন না সেখানে শয়তান তাঁকে যাচাই করার জন্যে নানা প্রলোভনে ফেলতে চেষ্টা করবে *(মথি ৪:১)*।' খ্রিস্টীয় জীবনের দীক্ষা গ্রহণও ঠিক একইভাবে বৃহত্তর মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত হতে এবং দীক্ষাস্নাত হয়ে ঐশবাণী প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক হওয়ার নিমিত্তে প্রদান করা হয়। যিশুর দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন ছিলো কিনা এটি একটি প্রশ্ন! যিশু ঈশ্বর হয়েও দীক্ষাগ্রহণের কোন প্রয়োজন ছিলো না তবে তিনি মানবজাতির জন্যে নম্রতা ও বাধ্যতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখি যিশুর দীক্ষাস্নানের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের আবির্ভাব। তিনি যিশুর আসার পথ প্রস্তুত করতে প্রচার কাজ আরম্ভ করেন ও মন পরিবর্তনের আহ্বান জানাতে লাগলেন, "তোমরা মন ফেরাও; স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই।" ফলে অনেকে পাপ স্বীকার, মন পরিবর্তন ও জর্ডন নদীর জলে দীক্ষাস্নাত হতে লাগলো। যিশুর দীক্ষাস্নাত হওয়া তার নিজের কোন অনুতাপকে প্রকাশ করে না বরং যিশুকে অনুসরণের মাধ্যমে মানুষের পাপের জন্য অনুতাপের চিহ্ন। একই সাথে ঈশ্বর নিজেকে পুত্র যিশুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন "এ আমার পুত্র, আমার একান্ত প্রিয়জন! এ আমার পরম প্রীতিভাজন *(মথি ৩: ১৭)*।"

দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের তার সন্তানরূপে গ্রহণ করেন এবং যিশুর দেহ, মণ্ডলী এবং ঐশরাজ্যের উত্তরাধিকার হিসাবে গড়ে তুলেন। আমাদের দীক্ষাস্নান গ্রহণে আমরা যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অংশীদার হয়ে উঠি। দীক্ষাস্নানে জলে নিমজ্জনে যিশুর সাথে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন আর জল থেকে ওঠা মৃত্যু থেকে যিশুর সাথে পুনরুত্থানে প্রবেশ করাকেই বুঝি। কাথলিক মণ্ডলীর দীক্ষা অন্য মণ্ডলীর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর; কারণ কাথলিক মণ্ডলীতে শিশু দীক্ষাস্নানের রীতি প্রচলিত। তাই অনেকে প্রশ্ন করেন, শিশু অবস্থায় দীক্ষা প্রদান ঠিক নয়। কাথলিক মণ্ডলীর দীক্ষারীতি অনুযায়ী শিশু যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক নয় তাই পিতামাতা, ধর্মপিতামাতাগণ শিশুর দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। সবচেয়ে বড় বিষয়টি হচ্ছে- যিশু যেমন বৃহৎ কাজে প্রবেশের পূর্বে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি ও পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তেমনি শিশুর মণ্ডলীতে প্রবেশের জন্য তার দীক্ষা অতীব প্রয়োজন। এছাড়াও আরেকটি উত্তর যিশুর স্বর্গারোহনের পূর্বে শেষ বাণীতেই লুকায়িত "তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর *(মথি ২৮: ১৯)*।"

যিশুর দীক্ষাস্নানে দীক্ষাগুরু যোহনের অবদান অনস্বীকার্য। তাই যিশু যোহনের নিকট দীক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে যোহনকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। এ যেন মানুষ দীক্ষাগুরু যোহনকে ঈশ্বর কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান। ঈশ্বর নেমে এলেন মানুষের কাছে মানুষের বেশে। আবার মানুষের দ্বারা মানব-ঈশ্বর দীক্ষাপ্রাপ্ত হলেন। মানুষ ও ঈশ্বরের এই সাক্ষাৎ সকল মানুষের হৃদয়-অন্তর খুলে দিয়েছে। ঈশ্বর ও মানুষের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় ঐতিহাসিক ঘটনা আর কি হতে পারে! দীক্ষাগুরু যোহনের জীবনটা দেখলে অদ্ভূত মনে হয়। খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তার কোন মোহমায়া নেই। বাহ্যিকতার পরিবর্তনে তিনি বিশ্বাসী নন বরং মানুষের মন পরিবতর্নের আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। সকল পেশার মানুষের জীবনের যেন ইউটার্ন ঘটিয়েছেন। তাই সকলে দীক্ষাগুরু যোহনকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, "গুরু, এখন আমাদের কী করা উচিত?" দীক্ষার মধ্যদিয়ে যিশুর প্রচার কাজের আরম্ভ হয়েছে। তদ্রুপ আমাদের দীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরাও প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হই।

যিশুর দীক্ষাস্নানে আমাদের খ্রিস্টীয় দীক্ষাস্নানের পূর্ণতা আসে। যুগ যুগ ধরে যিশুর দীক্ষাস্নানের অনুকরণে বিশ্বাসীভক্তগণ নিজেদের দীক্ষাস্নাত করেন। যিশু দীক্ষাগুরু যোহন কর্তৃক জল দ্বারা দীক্ষিত হয়েছেন আর আমরা যিশুর সান্নিধ্যে আত্মায় দীক্ষা লাভ করি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে একজন দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়। খ্রিস্টের উপর সমস্ত আশা-ভরসা স্থাপন করে। খ্রিস্টকেই মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করে। খ্রিস্টকে প্রভু বলে স্বীকার করে। খ্রিস্টের জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও পুনরাগমনে বিশ্বাস করে। দীক্ষাস্নান সংস্কারের মাধ্যমে পিতা-ঈশ্বর ও তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যিশুখ্রিস্টে ও পবিত্র আত্মায় আমাদের বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় হয়। দীক্ষাস্নান সংস্কারে আমরা শয়তান ও তাঁর সকল কাজ পরিত্যাগ করে আলোর মানুষ হই এবং সত্য, সুন্দর ও আলোর পথে চলার শক্তি পাই। যেমনটি যিশু দীক্ষাস্নান লাভের পর মরুভূমিতে শয়তানের প্রলোভনকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাই যিশুর দীক্ষাস্নান আমাদের জন্যে অনুপ্রেরণার; আর আমাদের দীক্ষাস্নানের পূর্ণতা আসে যিশুর দীক্ষাস্নান থেকে॥

ঈশ্বর-জননী ধন্যা মারীয়া সমগ্র মানব-জাতির মাতা

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও ভক্তিতে মানব-জাতির মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টের জননী ধন্যা কুমারী মারীয়া একটি অতি উজ্জ্বল পবিত্র নাম। মানব-মুক্তির ঐশ পরিকল্পনায় তাঁর রয়েছে এক সুমহান অবদান, যা তাঁকে করে তুলেছে সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী। যুগে যুগে তাঁর ঐশ আলোকিত জীবন সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-কৃষ্টি-সংস্কৃতির মানুষকে অনুপ্রাণিত করে আসছে। তাঁর সুগভীর আধ্যাত্মিকতায় বিমুগ্ধ অগণিত মানুষ, ধর্ম-সংঘ ও প্রতিষ্ঠান তাঁর পবিত্র নাম ধারণ করছে এবং তাঁর জীবন-আদর্শে নিজেদেরকে পরিচালিত করতে হৃদয়-গভীরে একান্তভাবে বাসনা করছে। ধন্যা মারীয়া "পরম অনুগৃহীতা"[১], জগতের "সকল নারীর মধ্যে তুমি ধন্যা";[২] তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা- কেননা তাঁর গর্ভের সন্তান ও জগতের মুক্তিদাতা যিশু জগতের অন্য সকল মায়ের সন্তানের মত শুধু একজন মানব-সন্তান ছিলেন না; তিনি ছিলেন যেমন একজন পূর্ণ মানুষ, তেমনি তিনি ছিলেন পূর্ণরূপে ঈশ্বর। তাঁকে জন্ম দিয়ে মারীয়া লাভ করেন অপূর্ব সম্মান- তিনি হয়ে উঠেন ঈশ্বর-জননী। প্রত্যেক মানুষেরই একজন 'মা' প্রয়োজন হয় তার জন্ম গ্রহণ ও বেঁচে থাকার জন্যে। মহান ঈশ্বরেরও একজন 'মা' ছিল এই পৃথিবীতে মানব-রূপে আগমনের জন্যে। তাঁর মহা পরিকল্পনায় ধন্যা মারীয়া হলেন ঈশ্বরের সেই মাতা।

ঈশ্বর-জননী মারীয়া: বাইবেলীয় ভিত্তি

১) যিশাইয় ৭:১৪

ধন্যা মারীয়ার জন্মের অনেক পূর্বেই প্রবক্তা যিশাইয় মুক্তির প্রতিক্ষারত ইহুদী জাতির লোকদের কাছে প্রকাশ করেন যে, দয়াময় ঈশ্বর নিজেই তাঁর লোকদেরকে মন্দের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে ধরায় নেমে আসবেন মানুষ রূপে একটি কুমারী মেয়ের মধ্যদিয়ে। মানবরূপী ঈশ্বরকে বলা হবে "ইম্মানুয়েল"- অর্থাৎ "ঈশ্বর আমাদের মধ্যে।"[৩] কাজেই, যিনি সেই "ইম্মানুয়েল" বা ঈশ্বরের জন্মদায়িনী, সেই মহিয়সী নারী মারীয়া নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মাতা।

২) লুক ১:৩৫

মহাদূত গাব্রিয়েল ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাথে তাঁর সাক্ষাতের সময় পুণ্যবতী মারীয়ার প্রতি পরম শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তাঁর নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি; যেহেতু ঐশ পরিকল্পনায় নাজারেথের অতি সাধারণ কুমারীটি ঈশ্বর-জননী হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাই, স্বর্গদূত মারীয়ার কাছে এসে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সম্ভাষণ করে বলেন: "আনন্দ কর, পরম আশিসধন্যা।[৪]" তিনি আরো প্রকাশ করেন, মারীয়া কেন আনন্দিতা হবেন; কেননা "পরাৎপরের শক্তিতে (পবিত্রাত্মার) আচ্ছাদিত হবে তুমি। তাই এই যার জন্ম হবে, সেই পবিত্রজন ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচিত হবেন।"[৫] কাজেই, ঈশ্বর-পুত্রের জন্মদায়িনী মাতা সঙ্গত কারণেই ঈশ্বর-জননী। তাই, স্বর্গদূত গাব্রিয়েল নতশিরে সেই পুণ্যবতী ঈশ্বর-জননী মারীয়াকে প্রণাম করেছেন, যার মধ্য দিয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর পাপী-পতিত মানুষের মুক্তির জন্যে মানবরূপ ধারণ করে যিশুর মধ্যদিয়ে জগতে প্রবেশ করতে চলেছেন।

৩) লুক ১:৪৩

মারীয়া যখন স্বর্গদূতের মুখে শুনতে পেলেন যে, তাঁর জ্ঞাতি-বোন এলিজাবেথ বৃদ্ধ বয়সে মা হতে চলেছেন, তখন তার কষ্টের কথা ভেবে বড় বোনের সেবার উদ্দেশ্যে কুমারী মারীয়া যখন তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন, তখন এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে তার ছোট বোন মারীয়ার মহা গৌরবের কথা প্রকাশ করে বলেন: "আমার এমন সৌভাগ্য হল কী করে যে, আমার প্রভুর মা আমার কাছে এলেন?"[৬] এখানে এলিজাবেথ প্রবক্তিক বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে জগতের কাছে প্রকাশ করেন যে, তাঁর বোন মারীয়া শুধু একজন সাধারণ নারী নন; তিনি স্বয়ং ঈশ্বর-পুত্রের মাতা, তাই তিনি ঈশ্বর-জননী।

৪) মার্ক ১৬:৩৯খ

সাধু মার্ক এখানে সরাসরি যিশুর মায়ের কথা উল্লেখ করেন নি বটে, তবে যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর পর প্রকৃতির মধ্যে ভীতিপ্রদ প্রতিক্রিয়া দেখে যিশু সম্বন্ধে রোমীয় সেনাপতি অন্তর থেকে স্বীকার করে বলেছিলেন: "সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"[৭] যেহেতু যিশু ঈশ্বর-পুত্র, তাঁর জন্মদায়িনী মাতা নিশ্চয়ই ঈশ্বর-জননী।

৫) গালাতীয় ৪:৪

সাধু পলের স্বীকারোক্তি: মারীয়া ঈশ্বরের মাতা

খ্রিস্টমণ্ডলীর বিখ্যাত প্রচারক প্রেরিতশিষ্য সাধু পল ধন্যা মারীয়া সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চুপ। তবু গালাতীয়দের কাছে তাঁর প্রৈরিতিক পত্রে তিনি কুমারী মারীয়া সম্বন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি দেন যে, তিনি ঈশ্বর-পুত্রের জন্মদায়িনী, তাই মারীয়া ঈশ্বর-জননী: "কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হল, তখন পরমেশ্বর এই পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর আপন পুত্রকে; তিনি জন্ম নিলেন নারীগর্ভে---।"[৮]

স্পষ্টত:ই সেই নারী যিশুর মাতা ধন্যা মারীয়া, যিনি ঈশ্বর-জননী।

ভাটিকান-পূর্ব বিভিন্ন যুগে ঈশ্বর-জননী মারীয়া

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বিশ্বাসমন্ত্রের মধ্যে প্রথমবারের মত উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যিশু খ্রিস্ট পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের শক্তিতে কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৯]

মণ্ডলীর পিতৃগণের ও মহান সাধুদের লেখায় ঈশ্বর-জননী মারীয়া

মণ্ডলীর পিতৃগণের ও মহান সাধুদের পাণ্ডুলিপিতে ধন্যা মারীয়াকে এক পবিত্রা কুমারী ও নির্মল-নিষ্কলংকা মাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু তিনি ছিলেন পরম পবিত্র ঈশ্বরের জননী। আন্তিয়োখ নগরীর সাধু ইগ্নাসিউস (১৭০ খ্রি:) তার লেখায় উল্লেখ করেন যে, ঈশ্বর তাঁর মহান পরিকল্পনায় ধন্যা মারীয়াকে পাপশূন্য করে সৃষ্টি করেছেন, যেন পবিত্র ঈশ্বর এক পবিত্র নারীর মধ্যদিয়ে জগতে প্রবেশ করতে পারেন। পরবর্তীতে, সাধু জাস্টিন ও সাধু আইরেনিয়াস তার এই মত সমর্থন করেন।[১০]

পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহান সাধু লিও প্রথমবারের মত পবিত্র খ্রিস্টযাগের খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনায় ধন্যা মারীয়ার নাম সংযুক্ত করেন, যেখানে তিনি তাঁকে একজন নিষ্পাপ-নির্মলা 'চির কুমারী ও ঈশ্বর-জননী' রূপে উল্লেখ করেন।[১১]

সাধু আগস্টিন (৪৩০ খ্রি:) কুমারী মারীয়ার জীবন-ধ্যানের আরো গভীরে প্রবেশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ঈশ্বরের মহান কৃপায় ধন্যা মারীয়া 'আদি পাপ'- এর কলংক থেকে আজীবন সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন, যেন তাঁর নির্মল গর্ভে পরম পবিত্র জন্ম নিতে পারেন এবং তিনি হয়ে উঠতে পারেন পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র জননী।[১২]

সেই সময়ে, যিশু কে এবং মারীয়ার পরিচয় কি - এসব নিয়ে যখন মণ্ডলীতে ঐশতাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক চলছিল। পরবর্তীতে, ৪৩১ খ্রিস্টবর্ষে অনুষ্ঠিত এফেসাস নগরের ধর্মসভা

(**Council of Ephesus**) এই বিশ্বাসযোগ্য সত্য (dogma) ঘোষণা করে যে, একই যিশু একাধারে পূর্ণ ঈশ্বর এবং তিনি পূর্ণ মানুষ। তাই তাঁর মাতা মারীয়া যিশুর পূর্ণ সত্তার মাতা অর্থাৎ তিনি যিশুর ঐশ স্বভার ও মানব স্বভাব - এই দুই সত্তারই মাতা। তাই মারীয়াকে ঈশ্বরের মাতা বা ***Theotokos*** or The Mother of God রূপে বিশ্বাসযোগ্য সত্য (dogma) হিসাবে ঘোষণা করা হয়।[১৩]

পরবর্তীতে, এই ৪৫১ খ্রিস্টবর্ষে ক্যালসিডনের ধর্মসভা (Council of Chalcedon) এই বিশ্বাস-সত্যকে পুনর্ব্যক্ত (reaffirmed) করে এবং ঘোষণা দেয় যে, ঈশ্বর-পুত্র যিশু "কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ঈশ্বরের মাতা" ("was born of the Virgin Mary, Mother of God….") ।"[১৪]

যখন পরবর্তীতে এই উপরোক্ত বিশ্বাসযোগ্য সত্য (dogma) নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয় এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ তৈরী হয়, তখন ৫৫৩ খ্রিস্টবর্ষে কন্সটান্টিনোপলের ২য় ধর্মসভা (Council of Constantinople) সেসব ভ্রান্ত মতবাদগুলো খন্ডন করে দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করে যে, ধন্যা মারীয়া "ঈশ্বরের মাতা"। আবার, ৬৮১ খ্রিস্টবর্ষে কন্সটান্টিনোপলের ৩য় ধর্মসভা উপরোক্ত বিশ্বাস-সত্য পুর্নব্যক্ত করে।[১৫]

পোপ ১২শ পিউস ১৯৫০ খ্রিস্টবর্ষের ১ নভেম্বর তার papal bull *Munificentissimus Deus*-এ ধন্যা মারীয়ার সশরীরে স্বর্গোন্নয়ন সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য সত্য (dogma) ঘোষণা করেন, সেখানে তিনি ধন্যা মারীয়াকে চিরকুমারী ও নিষ্কলংকা ঈশ্বর-জননী (Immaculate Mother of God) রূপে ঘোষণা করেন।[১৬]

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার ঘোষণায় ঈশ্বর-জননী মারীয়া (১৯৬২-১৯৬৫)

ভাতিকান মহাসভায় দলিলের অষ্টম অধ্যায়ে 'জগতের আলো' শিরোনামের অধ্যায়টিতে ব্যাপকভাবে ধন্যা মারীয়ার পরিচিতি ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে ধন্যা মারীয়াকে ১২ বার "ঈশ্বরের মাতা" বা "ঈশ্বরের জননী" (Mary "Mother of God") বলে সম্বোধন করা হয়েছে। [১৭]

উপসংহার

তাই হে মারীয়া, তুমি ধন্যা, "পরম আশিসধ্যা", পরম পবিত্রতায় পূর্ণা", [১৮] তোমার গর্ভফল স্বয়ং "ঈশ্বরের পুত্র";[১৯] আর তুমি তাঁরই জন্মদায়িনী মা হয়ে হয়েছ স্বয়ং ঈশ্বর-জননী। তুমি যিশুর মাতা; আমারও মাতা; তুমি বিশ্ব মানব-জাতির মাতা। কেননা, প্রেমময় ঈশ্বর যেমন সকল মানুষের পিতা, সব মানুষ তাঁর সন্তান - ঠিক তেমনি, তুমি 'ঈশ্বর-জননী' বলে হয়েছ সর্বযুগের সকল মানুষের মাতা। কী পরম সৌভাগ্য তোমার! সত্যিই, তুমি চির ধন্যা, তুমি অনন্যা। তাই স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের সাথে নতশিরে আমরাও তোমাকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম: "প্রণাম মারীয়া।"

শেষ টীকা:

১। লুক ১:২৮

২। লুক ১:৪২

৩। যিশাইয় ৭:১৪

৪। লুক ১:৩৫

৫। লুক ১:৩৫

৬। লুক ১:৪৩

৭। মার্ক ১৬:৩৯খ

৮। গালাতীয় ৪:৪

৯। দ্রষ্টব্য: Judith A. Bauer, ed., *The Essential Mary Handbook*, 90-91.

১০। দ্রষ্টব্য- ঐ, 90-91

১১। দ্রষ্টব্য- ঐ, 90-91

১২। দ্রষ্টব্য- ঐ, 90-91

১৩। দ্রষ্টব্য: O'Carroll, *Theotokos:* A Theological Encyclopedia of the Blessed Virgin Mary, 342. See also Maurice Hamington, HAIL MARY?, New York: Routledge, 1995), 183.)

১৪। Anthony M. Bouno, *The Greatest Marian Titles* (Makati City: St Pauls, 2008), 129.

১৫। ঐ, 129.

১৬। Pius XII, *Munificentissimus Deus*, November 1, 1950

১৭। দ্রষ্টব্য: *Lumen Gentium*, chapter 8, Vatican II; আরো দ্রষ্টব্য: Anthony M. Bouno, *The Greatest Marian Titles* (Makati City: St Pauls, 2008), 129.

১৮। লুক ১:২৮

১৯। লুক ১:৩৫॥ ৯

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ, রেজি নং - ১১/৯৪

নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ: ০১/০২/১৯৯৪ খ্রী:; সংশোধিত নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ: ২২/০৭/২০১২ খ্রী:।

গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

তারিখ: জানুয়ারি ০৯, ২০২২খ্রীঃ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

গোল্লা খ্রীষ্টান কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর জন্য নিম্ন লিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন/ দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বয়স সীমা	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	সহকারী হিসাব রক্ষক (পুরুষ)	০১	অনধিক ৩৫ বছর	আলোচনা সাপেক্ষে	১. অনুমোদিত কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞান/ ফাইন্যান্স বিভাগে স্নাতক সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। ২. মাইক্রোসফট অফিস- এ পারদর্শী হতে হবে। (ক্রেডিট ইউনিয়ন Software সম্বন্ধে ধারনা থাকতে হবে) ৩. সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী:

১। আবেদনকারীকে একটি আবেদনপত্র-সহ, পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতা সনদের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি আগামী জানুয়ারি ২০, ২০২২খ্রীঃ মধ্যে সমিতির অফিসে জমা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ- গোল্লা খ্রীষ্টান কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিয়মিত সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ধন্যবাদান্তে -

পরিমল গমেজ

ম্যানেজার

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিপ্র/০৬/২২

খ্রিস্টীয় নববর্ষ ২০২২ এবং বিশ্ব শান্তি দিবস এক সাথে পালনের অঙ্গীকার

অসীম বেনেডিক্ট পামার

২০২২ খ্রিস্টাব্দ একটু ব্যতিক্রম, শান্তির অন্বেষায় এই পরিবর্তন অপরিহার্য এবং গ্রহণযোগ্য। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২ খ্রিস্টাব্দের এই মহতী উদ্যোগ। লেখার প্রারম্ভে খ্রিস্টীয় নববর্ষ সম্পর্কে কিছু জেনে আসা যাক।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০০, প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ক্যালেন্ডারটি মানা হতো চন্দ্রের উপর নির্ভর করে। নিসান মাসে বসন্ত উৎসব এবং মার্চে স্থানীয় বিষুব-এর সময় নতুন বছর পালন করা হতো। রোমান ক্যালেন্ডারে ১ মার্চকে বছরের প্রথম দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। ক্যালেন্ডারে ১০ মাসে বছর গণনা করা হতো। রোমান কিংবদন্তি দ্বিতীয় রাজা নুমাকে ইয়ানুয়ারিয়াস এবং ফেব্রুয়ারিয়াস আরও দুটি নতুন মাস প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দেখিয়েছিলো। এগুলি বছরের প্রথম দুই মাস হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে জুলিয়াস সিজার দ্বারা প্রস্তাবিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার ছিল রোমান ক্যালেন্ডারের একটি সংস্কার। ক্যালেন্ডারটি রোমান সাম্রাজ্য এবং পরবর্তীকালে ১৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বেশিরভাগ পশ্চিমা বিশ্বের প্রধান ক্যালেন্ডার হয়ে উঠেছিল। রোমান ক্যালেন্ডারটিতে পহেলা জানুয়ারি থেকে বছর শুরু হয়েছিল।

খ্রিস্ট অনুসারীদের জন্য নতুন বছর শুরু হয় যিশুর আবির্ভাবের সাথে সাথে এবং আমরা সকলে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের দিকে তাকিয়ে আবার নতুন করে শুরু করার অপেক্ষায় থাকি। পবিত্র আত্মার সাথে নিজেকে নতুন করে প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হই। পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশিদের সাথে মিলিত হয়ে জীবনের সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল খ্রিস্টীয় মতাদর্শে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার পূর্ণতায় খ্রিস্টীয় নববর্ষ উদ্‌যাপন করি।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস প্রতি বছর ২১ সেপ্টেম্বর পালিত হয় যা সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণের মধ্যে শান্তির আদর্শকে শক্তিশালী করার জন্য নিবেদিত। যুদ্ধ এবং সহিংসতাকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস সমগ্র বিশ্ব একসাথে উদ্‌যাপন করে শান্তির একটি অনুপ্রেরণামূলক অনুস্মারক প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় মঙ্গলবারকে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই দিনটি সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনের সাথে মিলে রেখে সারা বিশ্বে শান্তির আদর্শকে শক্তিশালী করার উদ্দেশেই দিবসটির দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল। সমস্ত মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা এবং সক্রিয় যুদ্ধে গোষ্ঠীগুলির জন্য বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরতি এবং সহিংসার অবসান ঘটানোই হলো বিশ্ব শান্তি দিবসটির মূল লক্ষ্য।

শান্তি সম্ভব। শান্তির কোনো বিকল্প নাই। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা এবং জাতিসংঘের সনদ তৈরির পর থেকে, বিশজুড়ে কোনো দেশ বা গোষ্ঠী যেন অন্য যেকোনো দেশ বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বল প্রয়োগে বাধ্য না করে এবং মানুষের আত্মরক্ষায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের সক্রিয় পদক্ষেপ বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে।

এমন একটি বিশ্বে আরো সুন্দর ও শান্তিময় জীবনের প্রত্যাশায় ২০২২ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের এই আহ্বান। আজকে, সে নতুন বিশ্বে আমরা যারা শান্তি স্থাপনকারী এবং শান্তিরক্ষী হয়েছি তাদের সাথে সাথে আমরা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্বকে আরও শান্তিপূর্ণ জায়গা করে তুলতে যেন সচেষ্ট হয়ে উঠি-এই ইচ্ছার আলোকে নতুন বছরের এই সম্মিলিত উদ্‌যাপন॥

অধ্যাত্ম সাধনায় সাধু হিলারী

(৯ পৃষ্ঠার পর)

উপসংহার

সাধু হিলারী গাল্লিয়া ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের সন্ন্যাসীদের প্রথম গুরু। সাধু হিলারীর জীবনে আমরা ধাপে ধাপে দেখতে পাই যে, ক্রমে ক্রমে তিনি যত গভীরে যাচ্ছিলেন, ততই ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ হচ্ছিলেন। ১৭-১৮ বছরে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর জন্যে যেটুকু তিনি করেছেন সেটুকু আমরা একশ বছরেও করতে পারব কিনা সন্দেহ থেকে যায়। তিনি ৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর খ্রিস্টীয় জীবনের আয়ু ছিল মাত্র ১৭-১৮ বছর। প্রতিবছর মণ্ডলীতে ১৪ জানুয়ারি তার পর্বদিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

1. DELANEY John J: Dictionary of Saints, 2nd ed. Doubleday, New York, 2005.
2. Walsh, Michael (ed), *Dictionary of Christian Biography*. The Liturgical Press, Minnesota, 2001.
3. New Catholic Encyclopedia, 2nd ed., v.6, s.v. “Hilary of Poitiers” by Mckenna S. J.
4. Castle, Tony and Peter McGrath, *On this Rock,* St. Paul’s Publication, London, 2002.
5. The Catholic Encyclopedia for School and Home, V.5, McGraw-Hill Book Company, New York, 1965.
6. স্পেজিয়ালে, ফাদার আরতুরো পিমে: আদি খ্রীষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণের পরিচয়, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ॥

অধ্যাত্ম সাধনায় সাধু হিলারী

ডেভিড পিটার পালমা

ভূমিকা

সাধু হিলারী রোম সাম্রাজ্যের গাল্লিয়া (বর্তমানা ফ্রান্স) প্রদেশের পুয়াতিয়ে শহরে একটি অ-খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বংশমর্যাদায় তিনি ছিলেন রোম সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত শাসকগোষ্ঠী ও সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের। সাধু আগষ্টিনের মত, "হিলারিউস যুবাকালে ছিলেন শাশ্বতের অন্বেষী ও ঈশ্বরের সান্নিধ্যের জন্যে আকাঙ্ক্ষিতপ্রাণ।" বিপুল ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা তাকে মোহজালে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ষ্টোইক দার্শনিক জেনোর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গুণ সাধন করতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ছিলেন। পরে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম পড়ে ধর্ম-ধামের আরো গভীরে নিমজ্জিত হলেন। যিশুকে গ্রহণ করার পরে হিলারী দীক্ষাস্নাত হয়েছেন। সর্বসম্মতিক্রমে খ্রিস্টভক্তগণ তাঁকে পুয়াতিয়ের ধর্মপাল (বিশপ) মনোনীত করেন। হিলারী নামের অর্থ হলো (ল্যাটিন আর গ্রীক ভাষায়) - সুন্দর, প্রীতিমান। মণ্ডলীতে তিঁনি একজন ল্যাটিন পিতা ছিলেন।

সাধু হিলারীর অধ্যাত্ম সাধনা

তিনি জীবনের নিগূঢ় অর্থ খুঁজতে শুরু করেন। ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা হিলারীর মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু তবুও তাঁর মনে হয়েছিল, মানুষের পক্ষে পেটভরে খেয়ে অলসভাবে সময় অতিবাহিত করার চেয়ে অবশ্যই আরো মূল্যবান কিছু রয়েছে। কঠোর কাজ ও দক্ষতা অর্জন করার জন্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ফলে তিনি আরো গভীরভাবে ঈশ্বরকে জানতে চেষ্টা করেন। তিনি অবলোকন করেন, অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায় নানা দেব-দেবীর উপাসনা করে। স্ত্রী-পুরুষরূপে তারা দেবতাদের চিহ্নিত করে এবং বিশ্বাস করে। ফলে বংশানুক্রমে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় শ্রেণীভেদ--আর এই শ্রেণীভেদ নির্ধারিত হয় ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের মাপকাঠিতে। আবার কোন কোন মতাবলম্বীরা মনে করেন যে, ঈশ্বর নেই। ফলে তারা প্রকৃতিকে পূজা-অর্চনা করে যদিও অধিকাংশ লোক এক ঈশ্বরবাদী; কিন্তু এরা প্রায় সবাই মনে করে যে, ঈশ্বর উদাসীন-- মানুষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না।

পুরাতন নিয়মের ঐশবাণী থেকে পরমেশ্বরের পরিচয় অবলোকন

সাধু হিলারী যখন সব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন ও সত্যকে খুঁজছিলেন, তখন হিব্রু ভাষার কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ তাঁর নজরে পড়ে। মোশী ও প্রবক্তাগণের মাধ্যমে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এই বাণীতে,

"আমি যে আছি সেই আছি।"
মোশীকে তিনি আরও বললেন:
"ইস্রায়েল সন্তানদিগকে এইরূপে
বলিও "আছি" তোমাদের নিকটে
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন"

তিনি ঐশ-নামের এই সুন্দর সংজ্ঞা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। অল্প কথার মধ্যে ঈশ্বরের অজানা সত্তা কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন-- এই চিরসত্য বলে ঈশ্বর তার চিরস্থায়িত্ব যথার্থভাবে ঘোষণা করেন।

সামসঙ্গীত ১৩৯: ৭- ১০ এর আলোকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, "ঈশ্বরবিহীন কোন স্থানই নেই। আমার সৃষ্টিকর্তা ও পিতার অনন্ত ও অসীম সত্যে নিমজ্জিত ছিলাম। প্রজ্ঞা, পুস্তক ১৩, ৫ অধ্যয়ন করে তিঁনি বুঝতে পারেন, "আকাশ মণ্ডল ও বাতাস সুন্দর। পৃথিবী ও সমুদ্রও সুন্দর। বিশ্বজগৎ, যাকে গ্রীকরা বলে থাকে (Cosmos) তা ঐশ-শান্তি দ্বারা অপরূপ সৌন্দর্য শোভা পায়। সৌন্দর্য যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সমস্ত সৌন্দর্যের কেন্দ্র নন? তাহলে অবশ্যই মৃত্যুর উদ্দেশে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়নি।

ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় সাধু হিলারী

সাধু হিলারীর প্রথম লেখা "মথি লিখিত সমাচারের ব্যাখ্যা"। এর কিছুকাল পরেই কিন্তু প্রাচ্য মণ্ডলীর পরে পাশ্চাত্য খ্রিস্টমণ্ডলী বিপদের সম্মুখীন হল। আরিসিউস নামে একজন যাজক ঐতিহ্যের বিপরীত একটা মতবাদ প্রচার করলেন। সে মতবাদ অনুযায়ী যিশুখ্রিস্ট সম্পূর্ণ ঈশ্বর নন, পরম পিতার চেয়ে ছোট। যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের সমান নন, সাধনার কারণে যিশু ঈশ্বরের সাদৃশ্য হয়ে গেলেন বটে, কিন্তু একই নন। সাধু হিলারী সত্য ও মূল মতবাদ ও ধর্মতত্ত্ব রক্ষার জন্যে প্রতিবাদ করলেন এবং মণ্ডলীর সত্য মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। ফলে সম্রাটের আদেশে ৩৫৬-৩৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর তাঁকে এশিয়া মাইনরে নির্বাসনে যেতে হয়েছে।

নির্বাসনের জীবন

নির্বাসনে গিয়ে ধর্মতত্ত্ব আরো গভীরভাবে পড়ার সুযোগ পান তিনি। সাধু হিলারী বুঝতে পারেন যে, খ্রিস্টধর্ম রক্ষার জন্যে তাঁকে অনেক পড়তে হবে, ধ্যান করতে হবে যেন ঐশ অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। নির্বাসনে থাকা অবস্থায় তিনি কেবলমাত্র পড়াশুনা, ধ্যান ও প্রার্থনা করেননি বরং বিভিন্ন গ্রামে, শহরে বা এলাকায় গিয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষকে প্রভুর বাণী শুনিয়েছেন এবং ত্রি-ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সব ভুল প্রচার করা হয়েছে তার সঠিক তত্ত্ব বোঝানোর জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। প্রথমত, "ত্রিত্ত্ব" নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন যাতে ত্রি-ব্যক্তি ঈশ্বর এই সত্য রক্ষা পায়।

সাধু হিলারী ৩৬১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় দেশে ফিরে আসেন এবং ৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে একটা ধর্মসভা আহ্বান করেন। সম্রাটের চাপে পরে যতজন বিশপ ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের পরে আবার মণ্ডলীতে গ্রহণ করেন। ৩৬২ খ্রিস্টাব্দে সাধু হিলারী আরিউসের ভ্রান্ত ধর্মমতাবলম্বীদের সঠিক পথে আনার আন্দোলন চালাবার জন্যে ধর্মপাল সাধু এউসেবিউসের অনুরোধে দুই বছর ধরে ইতালীর অনেক শহর ও গ্রামে ঘুরে এই মহৎ কাজ সাধন করেছেন।

তাঁর রচনাবলী

সাধু হিলারী সাধু মথি রচিত মঙ্গলসমাচারের ৩৩ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা, সামসঙ্গীতের ব্যাখ্যা, ত্রিত্ত্বের উপরে ১২ খণ্ড (De Trinitate), উপাসনা, সন্ন্যাসীদের প্রার্থনা, খ্রিস্টধর্মের সত্য রক্ষা ও মাহাত্ম্যে (Apology), সাক্রামেন্তের নিগূঢ়তত্ত্ব, চিঠিপত্র ইত্যাদি রচনা করেন। সাধু যেরোম তাঁর লেখা সমন্ধে বলেন, "সাধু হিলারীর লেখা সহজ নয়, কেননা "তাঁর সাহিত্য একটি প্রাচ্য ফুল দিয়ে ভূষিত হয়ে রচিত হয়েছে।"

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

১০

খ্রিস্টীয় সেবা-দায়িত্বে বিশ্বস্ত সেবক চির স্মরণীয় আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীকে সাধু শ্রেণিভুক্তকরণের প্রক্রিয়া প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তাই শুরু করেছিলেন। আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীকে যেদিন ঈশ্বরের সেবক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয় সেই বিশেষ খ্রিস্টযাগে আমি রমনা সেন্ট্ মেরীস ক্যাথিড্রালের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমি মেজর সেমিনারীয়ান। খ্রিস্টযাগের উপদেশের ও বিশেষ ঘোষণার পর আর্চবিশপকে সাংবাদিকরা কয়েকটি প্রশ্ন করেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল সাধু হওয়ার কয়টি ধাপ রয়েছে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীতো একজন আর্চবিশপ ছিলেন আর তিনি সাধু হতে যাচ্ছেন আর আপনিও তো একজন আর্চবিশপ আপনিও কি তাহলে সাধু হবেন? আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমরা যিশুকে যদি জীবন দিয়ে অনুসরণ করি তাহলে সবাই সাধু হতে পারবো। আর আমার মৃত্যুর পর আমার উত্তরসূরীগণ যদি আমার জীবন এবং সেবা দায়িত্ব নিয়ে আমাকে সাধু বানানোর জন্য চেষ্টা করেন তাহলে কি জানি ঈশ্বর চাইলে আমিও সাধু হতে পারি!" আর্চবিশপের মুখে এতো সুন্দর কথা শুনে আমি ধ্যান করলাম সত্যিইতো আমরা যিশুকে মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়ে অনুসরণ ও তাঁর দেখানো পথে জীবন যাপন করলে সত্যিই আমরা সবাই সাধু হতে পারি।

প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার সাথে আমার ব্যক্তিগত আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ আমার ক্যাসাক গ্রহণের আগে; সময় তখন বিকেল ৫:৩০ মিনিট। আমার ভয় লাগছিল আগে কোনদিন কোন বিশপের সাথে ব্যক্তিগণ আলাপ করিনি। তিনি প্রথমেই আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং বললেন চা খেয়েছ? রাতে আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে। এতো সুন্দর আপ্যায়ন দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আমি এর উত্তর দেওয়াতে একই ধর্মপল্লীর সন্তান বলে তিনি আমাকে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে উনার বেড়ে ওঠার কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বিশেষভাবে আমাদের গ্রামের পাশে বেল্লাই বিলে উনার মাছ ধরার কথা, এই বিল দিয়ে হাটে ও গাওয়ালে যাওয়ার কথা সহভাগিতা করলেন। এরপর তিনি আমাকে যাজক হওয়ার জন্য আমার ইচ্ছা জানতে চাইলেন এবং তিনি জানতে চাইলেন যাজকীয় সেবা কাজে আমার কোন দিকে আগ্রহ বেশি। আমি বললাম, আমি জনগণের সাথে, যুবকদের সাথে এবং শিশুদের সাথে কাজ করতে চাই। তিনি বললেন, এই কাজতো সবাই করে, কোন দিকে তোমার বিশেষ আগ্রহ সেটা বলো। আমি বললাম, আমার লেখা-লেখিতে আগ্রহ আছে। তখন তিনি বললেন, অনেক ভালো তুমি যেন ভবিষ্যতে সাংবাদিক ফাদার হতে পার সেই জন্য আমি আশীর্বাদ করি। তিনি বললেন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো ঈশ্বর তাকে তাঁর কাজের জন্য ডেকেছেন। তিনি আমাকে বললেন, প্রথমে বান্দুরা সেমিনারীতে আমরা ৩৬ জন ছিলাম। তারপর ৫ জন রমনা সেমিনারীতে গেলাম। এরপর ২ জন রোমে গেলাম। সেখান থেকে আমি ফাদার হলাম। সুতরাং তা ছিল সত্যিই আমার জন্য একটি বড় অর্জন। যদিও আমি নিজেকে যোগ্য মনে করিনি কিন্তু ঈশ্বর আমাকে উপহার দান করেছেন। সুতরাং এই অনুভূতি খুবই আনন্দদায়ক ছিল।

প্রার্থনার প্রতি সদা বিশ্বস্ত, যাজকীয় কর্ম দায়িত্বে সদা নিষ্ঠাবান এবং পরিশ্রমী যাজক, বিশপ এবং আর্চবিশপ হিসেবে প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা সর্বদা চাইতেন সবাই যেন যার যার কাজে নিষ্ঠাবান থাকে। ওনার ছাত্র ফাদারদের কাছে শুনেছি তিনি বনানী সেমিনারীর কড়া পরিচালক ছিলেন তবে যেদিন তিনি সেমিনারীয়ানদের সাথে রাগ করতেন সেদিন তিনি নিজে বাজারে গিয়ে বড় মাছ কিংবা ভাল জিনিস নিয়ে আসতেন সেমিনারীয়ানদের খাওয়ার জন্য। তিনি যেমন শাসন করতেন আবার একজন পিতার মতো আদরও করতেন। কারণ ছোটবেলা থেকেই তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল তিনি একজন নীতিবান লোক হবেন। কেননা ছোট বেলা থেকে উনার বাবা-মা এভাবেই শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং একজন ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া ছোটবেলা থেকে তখনকার পাল-পুরোহিত ফাদার আন্তনী ডি' সুজা যিনি তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। ফাদারের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আর্চবিশপ পৌলিনুস ফাদার আন্তনীর মতো ফাদার হতে চেয়েছিলেন এবং ঈশ্বর তার মনের ইচ্ছা পূরণ করেছেন। রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর ছোট সাতানী গ্রামে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার জন্ম। জ্ঞান হবার পর তিনি জানতে পারেন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলছে। দেশে অভাব, খাওয়া-দাওয়া নাই, খুব কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছে সবাই। আর সেই সময় রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আন্তনী ডি' সুজার আদর স্নেহে তিনি যাজক হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। আর সত্যিই ঈশ্বর তার সেবাকাজের জন্য তার এই সেবককে বেছে নিয়েছিলেন।

২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হন তখন তার পালকীয় কাজের প্রধান অগ্রাধিকার তিনি দিয়েছেন ভক্তজনগণের উপর। তাদের আধ্যাত্মিক যত্নের পাশা-পাশি নৈতিক, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের উপর তিনি বেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ থাকতে একবার একটি ধর্মপল্লীতে পালকীয় সফরে যান। সেখানে গিয়ে তিনি সেই ধর্মপল্লীর এমন একটি পরিবারে গেলেন যেই পরিবার তাকে প্রায়ই যেতে বলেন। সেখানে গিয়ে বিশপ সেই পরিবারের গৃহিনীকে দেখতে পান। তিনি গৃহিনীকে জিজ্ঞেস করে তোমার স্বামী কোথায়? সে উত্তর দেয় জানি না। এবার বিশপ প্রশ্ন করেন তোমার ছেলে-মেয়েরা কোথায়? এবারও উত্তর আসে জানিনা। এবার বিশপ তাকে জিজ্ঞেস করে তোমার কয়টি ছাগল আছে? সে বলে তিনটি। ছাগলগুলো কোথায় আছে সে বলে মাঠে বেঁধে দিয়েছি ঘাস খাচ্ছে। তখন বিশপ তাকে বলে, দেখ! আমরা গরু-ছাগলের খবর রাখি এবং যত্ন করি ঠিক-ঠাক মতো কিন্তু নিজের পরিবারের প্রতি কতইনা উদাসীন। ভক্তজনগণের প্রতি উনার যথেষ্ট চিন্তা ও পরিকল্পনা ছিল। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে যখন আমি একবার তার সাক্ষাৎকার নিতে যাই তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে তিনি তখন তার সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে বলেছেন, জনগণকে নিয়ে কাজ করলে কোনদিন টাকার অভাব হয় না।

প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা স্বজনপ্রীতিহীন একজন স্পষ্টভাষী সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। ন্যায্যতার প্রশ্নে তিনি কারও সাথে আপোষ করতেন না। দায়িত্বশীল ও কর্মতৎপর একজন ত্যাগী সেবক হিসেবে পালকীয় কাজে সর্বদা অন্যের কথা ভেবেছেন। ৩ জানুয়ারি এই মহামানবের মৃত্যুবার্ষিকী। ঈশ্বরের এই মহান সেবকের মৃত্যুবার্ষিকীতে উনার চরণে রাখি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। ঈশ্বর তার এই সেবককে স্বর্গের অনন্ত শান্তি দান করুন। মহান ঈশ্বরের কাছে থেকে তিনি আমাদের জন্য স্বর্গবারি বর্ষণ করুন যেন তাঁর আদর্শ আমাদের জীবনেও অনুসরণ করতে পারি॥

পিঠা: শীতবিলাস

ফাদার তুষার কস্তা

প্রারম্ভিকা: করকরে রোদ, ঝলমলে পৌষের সকাল। আড়মোড়া ভাঙ্গা আদুরে লেপ কম্বলের পাশাপাশি বিভিন্ন আকারের আচারের বয়াম অলস রৌদ্রস্নানে মগ্ন বাড়ীর উঠোন জুড়ে কিংবা ছাদে। ছোট লক্ষ্মী সোনাকে স্নান করিয়ে কোমল গায়ে লোশন লেপে দিয়ে ব্যালকনির দোলনায় গান শোনাতে ব্যস্ত ঠাকুমা। সকালের সোহাগি মিষ্টি রোদে গা এলিয়ে দিয়ে ঠাকুরদা হুক্কায় টান দিল বলে। সেই সাথে কম বেশী শীতবিলাসী মানুষ এই রোদটাকে উপভোগ করে শরীর দিয়ে।

আয়োজন: যেখানে সব কিছুতে শীতের আড়ষ্টতা, হিম হিম ভাব সেখানে রান্নাঘরের পুরো চিত্র জুড়ে রয়েছে পিঠা তৈরির ব্যস্ততা। আলস্যের কোন প্রতিচ্ছবি সেখানে নেই। মা বৌদি'রা ব্যস্ত শীতবিলাসের আয়োজনে। দুধ, নারিকেল, ডিম, ক্ষীর, আর নতুন গুড়ের গন্ধে পুরো বাড়ীর আঙ্গিনা জুড়ে মৌ মৌ করছে। বাড়ীর ছোট'রাও এ ঘর থেকে ও ঘরে ছুটাছুটি করছে। পিঠা তৈরীর শেষে মিষ্টি স্বরে মায়ের কণ্ঠ ভেসে আসে বাবুসোনা জলদি পিঠা খেতে আয়।

স্মৃতিকথা: বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে হেমন্ত ঋতুর শুরু থেকেই পিঠা তৈরি শুরু হয়। তখন দেশ জুড়ে ধানকাটার ভরা মৌসুম। কৃষকের ঘরে ঘরে থাকে গোলা ভরা ধান। নতুন সে ধানে আতপ চালে তৈরি হয় পিঠা। এ সময় গ্রামে সন্ধ্যা হলেই চাল কোটার শব্দে মুখরিত চারদিক। রাত ভর চলে পিঠা তৈরির কাজ। শীত এলে বাংলার ঘরে ঘরে পিঠা তৈরির উৎসব শুরু হয়। অগ্রাহায়ণের নতুন চালের পিঠার স্বাদ সত্যিই বর্ণনাতীত। "শীতের পিঠা, ভারি মিঠা"। চুলার পিঠে বসে মায়ের হাতের পিঠা খাওয়ার শৈশব স্মৃতি এখনও হৃদয় জমিতে কড়া নাড়ে। মা এখনও পিঠা তৈরি করেন কিন্তু আমার শৈশব হারিয়ে গেছে। দূরের মাঠে বসে আজ কবি সুফিয়া কামালের কবিতাটি মনে পড়ে, "পৌষ-পার্বণে পিঠা খেতে বসে খুশিতে বিষম খেয়ে, আরও উল্লাস বাড়িয়েছে মনে মায়ের বকুনি খেয়ে।"

আমাদের দেশে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে বিশেষ বিশেষ পিঠা খাওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। বাড়ীতে অতিথি এলে কম করে হলেও দুই তিন পদের পিঠা পরিবেশন করা গ্রাম বাংলার মানুষের চিরায়ত ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত। কালের বিবর্তনে এ ঐতিহ্য কিছুটা ম্লান হলেও একেবারে হারিয়ে যায়নি এই চিত্রটি। শীত এলেই বাংলার ঘরে ঘরে পিঠা তৈরির উৎসব শুরু হয়। ঘাসের ডগায় শিশির স্নাত সকাল কিংবা বিকালের বাতাসে গরম ভাপা পিঠার সুগন্ধিধোঁয়া মন ব্যাকুল করে তোলে। তেঁতুল মিশ্রিত ধনে পাতার বাটা কিংবা চ্যাপার ভর্তা দিয়ে চিতই পিঠা মুখে দিলে শরীর গরম হয়ে ওঠে। গরম পিঠার সাথে ঝাল ভর্তা আর খেজুরের রস ছাড়া শীতবিলাস ঠিক জমে না।

বিভিন্ন পদের পিঠার সমাহার: "বাংলাদেশে একেক অঞ্চলে রয়েছে একেক রকমের পিঠা। দেশের উত্তরাঞ্চলের পিঠার যে ধরণ, তার থেকে আলাদা ধরণের মধ্যাঞ্চলের পিঠা। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পিঠা কিংবা পূর্বাঞ্চলের পিঠার মধ্যেও রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। আবার একই পিঠা একেক এলাকায় একেক নামে পরিচিত। যেমন তেল পিঠাকে উত্তরবঙ্গের অনেক এলাকায় বলে পাকান পিঠা। বাংলাদেশে ১৫০ বা তার বেশি রকমের পিঠা থাকলেও ৩০ ধরণের পিঠা বেশি প্রচলিত। ভাপা পিঠা, নকশি পিঠা, চিতই পিঠা, ডিম পিঠা, দোল পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, পাকান, আন্দসা, কাটা পিঠা, ছিটা পিঠা, গোকুল পিঠা, চুটকি পিঠা, মুঠি পিঠা, জামদানি পিঠা, হাঁড়ি পিঠা, চাপড়ি পিঠা, পাতা পিঠা, চাঁদ পিঠা, বিবিখানা, চাঁদ পাকান, সুন্দরী পাকান, সরভাজা, পুলি, পানতোয়া, মালপোয়া, মেরা পিঠা, মালাই, কুশলি, ক্ষীরকুলি, গোলাপ ফুল, লবঙ্গ লতিকা, ঝালপোয়া, ঝুরি, ঝিনুক, সূর্যমুখী, নারকেলি, সিদ্ধপুলি, ভাজা পুলি, দুধরাজ ইত্যাদি কত রকমের পিঠা।[১]"

তৈরির পদ্ধতি: চালের গুড়া, নারকেল, খেজুরের গুড় দিয়ে বানানো হয় ভাপা পিঠা। গোল আকারের এ পিঠা পাতলা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে ঢাকনা দেয়া হাঁড়ির ফুটন্ত পানিতে ভাপ দিয়ে তৈরি করা হয়। এ কারণেই এর নাম ভাপা পিঠা। গুড় গোলানো চালের আটা তেলে ছেড়ে দিয়ে যে পিঠা তৈরি করা হয়, তার নাম তেল পিঠা। চালের গুঁড়া/গুড়ি পানিতে গুলিয়ে মাটির হাঁড়িতে বিশেষ উপায়ে তৈরি করা হয় চিতই পিঠা। অতি সাধারণ এই পিঠাটি খেজুরের রস কিংবা ঝাল শুটকি ভর্তা (যে কোন ভর্তা) দিয়ে খেতে দারুণ মজা। এই চিতই পিঠাকে সারা রাত দুধে বা গুড়ের রসে ভিজিয়ে তৈরি করা হয় দুধ চিতই বা রস পিঠা। আরেকটি চমৎকার পিঠা হল নকশি পিঠা। এই পিঠার গায়ে বিভিন্ন ধরণের নকশা আঁকা হয় বা ছাঁচে ফেলে পিঠাকে নানা রকম নকশার আদলে তৈরি করা হয় বলেই এই পিঠার নাম নকশি পিঠা। আতপ চালের গুড়া বা আটা সেদ্ধ করে মণ্ড তৈরি করা হয়। এই মণ্ড বেলে মোটা রুটির মতো তৈরি করে তার উপর চাঁদ, তারা, মাছ, ফুল, লতাপাতা ইত্যাদি নকশা তৈরি করা হয়। হাত কিংবা ছাঁচ দিয়ে পিঠার গায়ে নকশা আঁকা হয়। পিঠার নকশাগুলো খুব আর্কষণীয়। গ্রামের নারীদের শিল্পবোধের পরিচয় তুলে ধরে পিঠার বাহারি ডিজাইন। এখন শিল্পীরাও এই ডিজাইন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের ছবিতে, নকশায় তা ব্যবহার করেছেন।

উপকরণ: পিঠা তৈরির সাধারণ উপকরণ হচ্ছে চালের গুড়া, ময়দা, গুড় বা চিনি, নারিকেল, তেল ও ক্ষীরসহ নানা উপকরণ। অনেক সময় কিছু কিছু পিঠাতে ডিম, মাংস ও সবজি ব্যবহার করা হয়। যেমন সবজি পুলি, সবজি ভাপা, ঝাল কিংবা মাংস পাটিসাপটা। কোন কোন সময় কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, কলা ইত্যাদি ফল দিয়েও পিঠা বানানো হয়। ঐসব পিঠায় ব্যবহৃত ফলের নামেই পিঠার নামকরণ করা হয়। পাতায় মুড়িয়ে এক ধরণের বিশেষ পিঠা তৈরি হয় যাকে পাতা পিঠা বলা হয়। পিঠার সাথে শীতের একটা গভীর যোগসূত্র রয়েছে। স্বাদে-আনন্দে-গন্ধে-পরিবেশনায় রয়েছে মোহনীয় ভাব। তাই হেমন্ত থেকে শীতকাল পর্যন্ত পিঠা তৈরির ধুম পড়ে গ্রাম কিংবা শহরে।

উপসংহার: পিঠার গন্ধ পেলে জিভে জল আসে না এমন বাঙালি পাওয়া যাবে না। পিঠা বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদিও শহুরে সংস্কৃতিতে পিঠার আবেদন বা অবস্থান খুব সামান্য। শহুরে দোকানে বার্গার, পিজ্জার হরদম দেখা মিললেও বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠা সেভাবে আবেদন তৈরি করতে পারছে না। শীতের সময় শহরের অলিতে গলিতে কিংবা ব্যস্ততম বিভিন্ন সড়কের পাশে মৌসুমী পিঠা বিক্রেতারা পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন। শহরে অস্থায়ী পরিবেশে অস্বাস্থ্যকর আয়োজনে পিঠা খেয়ে মানুষ মনের তৃপ্তি মেটান। বর্তমানে অনেক শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীরা পিঠা উৎসবের আয়োজন করেন। এছাড়া বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান শীত মৌসুম জুড়ে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরী করে ভোক্তাদের জন্য অপেক্ষা করেন। আমাদের মায়েরাও ভাল কোন খাবার কিংবা পিঠা তৈরী করে সন্তানের অপেক্ষায় বসে থাকেন। এমন কখনো হয়নি শীত এসেছে কিন্তু মায়ের হাতের পিঠা খাওয়া হয়নি। বাঙালি কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে পিঠার স্থান এবং আবেদন চিরকালীন।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার:

1. https://bn.banglapedia.org/index.
2. বাংলানিউজটয়েন্টিফোর.কম॥

কোন এক শুক্রবারে

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখনও মোবাইল ফোনের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ আমাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন বলে একটা নিজস্ব জগৎ ছিল। তাই যখন-তখন, যেখানে-সেখানে আচমকা অযাচিত কেউ ঢুকে পড়ত না। তখন ছিল ল্যান্ড টেলিফোন আর বিটিভি। সবাই মিলে তাই নিয়ে মেতে থাকতাম। যদি কেউ কোন কারণে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বিশেষ করে নাটক-সিনেমা দেখতে মিস করত, পরবর্তীতে সে-ও সবার মুখে শুনতে শুনতে সে অনুষ্ঠান সমন্ধে পরিপূর্ণ ধারনা পেয়ে যেত। অর্থাৎ তার একপ্রকার দেখা হয়ে যেত। তখন সবাই অল্পতেই সন্তুষ্ট ছিল। বলতে গেলে মোটামুটি সহজ সাধারণ একটা জীবনপ্রণালী ছিল। তবে একটা বিষয় তখন ছিল এখনও আছে নিন্দুকের নিন্দা করার প্রবণতা।

সেই স্বাভাবিক নির্বিঘ্ন জীবনে অনেকটা ঘূর্ণিঝড়ের মতো এলো মোবাইল ফোন। উৎকর্ষের সেবায় প্রযুক্তির উপহার। যন্ত্রটা খুব দ্রুত প্রসার লাভ করলো। অল্পদিনেই সবার হাতে হাতে মোবাইল ফোন। এক শুক্রবারে ছুটির দিন শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। দেখি মোবাইল ফোনটা বাজছে। একবার রিং হয়ে কেটে গেল। আলসেমি করে উঠতে ইচ্ছে করল না। এর একটা কারণ হচ্ছে যে বইটা পড়ছি হুমায়ূন আহমেদের 'অপেক্ষা'। লেখক তার মুনসিয়ানায় কী দারুণ একটা গল্পের ভেতর দিয়ে জীবনে অপেক্ষাকে ব্যাখা করেছেন। এমন বইপড়া রেখে ফোন ধরার একদম মন চাইছিল না। মোবাইলটা কিছুক্ষণ পরে আবার বেজে উঠল। এবার চোখ বুলিয়ে দেখি আশে পাশে ফোনটা ধরার জন্য কেউ নেই; তাই অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উঠে গিয়ে রিসিভ করে কানে দিলাম। অপর প্রান্তে ভরাট পুরুষকণ্ঠস্বরটি কাউকে খুঁজছে। খুব তাড়াহুড়ো করে বলছেন,

-এটা সুবর্ণাদের বাসা? আপনি কি সুবর্ণা বলছেন?

যেহেতু আমি সুবর্ণা বলছি না, সেহেতু রং নাম্বার। তাই কিছু না বলে লাইনটা কেটে দিলাম। কেননা কেউ কেউ রং নাম্বারে কল করে যদি মেয়েদের কণ্ঠস্বর শোনতে পায়, তাহলে কল করতে করতে বিরক্ত করে ছাড়বে। বিভিন্ন ভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে যত সব ফালতু কথাবার্তা। তাই আবার শুয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগলাম। ঠিক এরপরের শুক্রবারে আবার সেই ভরাট পুরুষ কণ্ঠস্বরটি। গত সপ্তাহের মত একই ভাবে তাড়াহুড়ো করে জিজ্ঞেস করছে,

-এটা কি সুবর্ণাদের বাসা? আপনি কি সুবর্ণা বলছেন?

জানি না কেন জানি এবার বিরক্ত হলাম না। কণ্ঠস্বরটা এমন মাদকতাময়। আমার ত্রিশ বছরের জীবনে এমন কণ্ঠ শুনিনি। দরাজ পুরুষালি কণ্ঠস্বর বলতে ছিল আমার বাবার কণ্ঠ। আর কিশোর কুমারের ভরাট কণ্ঠের গান মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়েও গলাটাও বেশ লাগত। তবে কিশোর কুমার আমার কাছে বেষ্ট ছিল। ভদ্রলোকের মাত্র দু'তিনটা বাক্য বিনিময় তবুও আমি ওই কণ্ঠস্বরের প্রেমে পড়ে গেলাম। পরের সপ্তাহে অপেক্ষায় থাকলাম। কলটা যদি আবার আসে। কিন্তু আসলো না। আমিও পরবর্তীতে আর সেভাবে খেয়াল রাখিনি। এখন অবশ্য অনেক কিছুর-ই খেয়াল রাখতে মন চায় না। পরের সপ্তাহেও কল আর আসলো না। এভাবে যখন ব্যাপারটা গা সারা হয়ে গেছে ঠিক এর দেড়মাস পরে সেই কলটা আবার আসলো।

ভরাট কণ্ঠ। কথা শুনলে মনে হয় কানে রেডিওর ভয়েস ভেসে আসছে। কেমন গমগম করে বলা কণ্ঠস্বর। আমি আকুল হয়ে তার কথা শুনছিলাম। আর তখনই আমার দাদীর কথা মনে পড়লো। সে খুব রেডিও শুনত। আমি ঘোর লাগা এক জগতে যেন ভরা বর্ষায় ভেসে যেতে থাকলাম। অনেকক্ষণ পর সে বলল,

- কী কিছু বলছেন না কেন? আপনি কি সুবর্ণা?

এবার কি যে হল আমার! আমি বলে ফেললাম হুম আমি সুবর্ণা। বলুন আমি শুনছি।

-আচ্ছা, গতমাসে আপনার বাসায় কি ইরা গিয়েছিল?

এবার আমি পুরুষ কণ্ঠস্বরটির কথার কিছুই ধরতে পারছিলাম না। তাই বললাম,

- ইরা কে?

ইরা কে মানে? আপনি বলতে চাইছেন আপনি ইরাকে চেনেন না! তাহলে ইরা যে বারবার আপনার নাম বলছে। আর এই নাম্বারটাই তো ইরা আমাকে দিয়েছে। এটা আপনার নাম্বার না?

-হ্যাঁ, এটা আমার নাম্বার।

-তাহলে বলছেন যে ইরা কে?

-আসলে আপনি ঠিক কি জানতে চাইছেন! সেটা কিন্তু এখনও বলেন নি। দয়া করে বলবেন কি?

-আচ্ছা, দয়া করে কেন বললো। আপনি তো সব-ই জানেন। তবু এমন আচরণ করছেন কেন?

-দেখুন, এবার কিন্তু আমি নিতে পারছি না। প্লিজ খুলে বলুন। কি বলতে চাইছেন?

-হ্যাঁ, এখন তো এভাবেই বলবেন। যে আপনি কিছুই জানে না। আপনি ইরাকে নিজের কাছে রাখেন নি। বা! দারুণ ব্যক্তিত্ববান আপনি। আমি ভেবেছিলাম কোথায় আপনি আমাকে কো-অপারেশন করবেন। ইরার সাইকোলজি বুঝতে সাহায্য করবেন। সেটা না বরং আপনি রিএক্ট করছেন। আমি দিনের পর দিন মা-মরা মেয়েটিকে নিয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আর আপনি! না হয় আমার মেয়েটা আপনাকে পছন্দ করে। আন্টি বলে ডাকে। প্রায়শই আপনার কাছে যায়। কিন্তু কী আশ্চর্য সেই ঘটনার পর থেকে আপনি কিছুই জানান নি। মেয়েটি আপনার কাছে না গিয়ে থাকলে কোথায় গিয়েছিল? পরে সে নিজেই স্বীকার করেছে আপনার কাছে গিয়েছিল। আপনি একবার অন্তত যোগাযোগ করতে পারতেন। আমি এই যে আপনাকে কল করে যাচ্ছি। কই আপনি একবারও তো জানতে চান নি। চার বছরের মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে একজন বাবার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে। আমি না হয় এক মাসের জন্য অসুস্থ বাবাকে নিয়ে ব্যাংককে দৌড়াদৌড়ি করেছি। এরমধ্যে আপনার কি একবারও দেখা করা উচিত ছিল না। আমার সাথে না হোক। ইরার সাথে তো দেখা করতে পারতেন। মেয়েটা আমার কতবার আন্টি আন্টি বলে কেঁদেছে। আসলেই আমরা বড়রা কোনদিনই ছোটদের বুঝতে চাই না। কিছু মনে করবেন না। আপনাকে অনেকগুলো কথা শুনতে হল। ভুল আমারই বাবা হিসেবে মেয়েকে তার মায়ের অভাব পূরণ করতে পারিনি। ভালো থাকবেন। আচ্ছা, রাখি।

-প্লিজ, প্লিজ রাখবেন না। আমি সুবর্ণা নই।

-আবার মিথ্যা বলছেন। আপনি সুবর্ণা নন। তাহলে আপনি কে?

-আমি মিলি। মিলি চৌধুরী।

-মিলি চোধুরী! একটু পরিষ্কার করে বলুন তো। আমি কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

আসলে ভুলটা কিছুটা আমার। কেননা আপনি এই নাম্বারে বারবার কল করেছেন। আমি বলতে চেয়েছি এটা ভুল নাম্বারে আপনি কল করেছেন। কিন্তু আমি বলে উঠতে পারিনি। শেষে যখন বলবো মনে করেছি তখন আপনি নিজের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। তাই আমি আপনাকে কথার মাঝে আর থামাইনি। বুঝতে পারছিলাম কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।

-ভুল হচ্ছে মানে। তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আমি এতদিন ভুল নাম্বারে কল করে যাচ্ছিলাম। আর আপনিও সুবর্ণা নন। কী বলবো আপনাকে, এতদিন ধরে কল করে যাচ্ছি কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না। যা-ও পেলাম সেটাও ভুল। সত্যিই আমি পাগল হয়ে যাবো। ইদানিং মেয়েটাকে নিয়ে বড্ড যন্ত্রণার মধ্যে আছি। তার একটাই কথা মাকে এনে দাও। বলুন তার মাকে আমি কোথায় পাবো? তাকে যে আমি হারিয়ে ফেলেছি। আচ্ছা, দুঃখিত আপনাকে ভুল করে এতদিন ধরে বিরক্ত করছি।

-না, না। আমারই ভুল হয়েছে। বিরক্ত হবো কেন। সরি, আমি বুঝতে পারিনি।

-আপনি সরি বলছেন কেন? ভাল থাকবেন।

ফোনটা কেটে যাবার পর থেকে মনটা কেমন তেতো হয়ে উঠলো। আমারই ভুল। শুরুতে বললেই হতো, আপনি ভুল নাম্বারে কল দিয়েছেন। আহারে বেচারি শিশুটি। মেয়েটার কথা ভেবে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। এই বয়সে মা ছাড়া বিরক্ত তো করবেই।

আমরা এত বড় হয়েছি তবু মাকে কাছে না পেলে দিশেহারা হয়ে পড়ি। আর সে তো দুধের শিশু। মা ছাড়া একটা সন্তান বাঁচে কি করে! পৃথিবীতে মানুষের কত ধরনের দুঃখ-কষ্ট।

আজ অনেকদিন পরে নিজের কষ্টের ওজন একটু কম মনে হচ্ছে। আবীর চলে যাওয়ার পর ছয় মাস হতে চললো মায়ের সাথে আছি। আমার মা-ও একলা থাকেন। আমরা দুই ভাইবোন। বড় ভাই পরিবার নিয়ে বিদেশে স্যাটেল হয়েছে। আবীরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের দু'বছরের মাথায় ক্যান্সার ধরা পড়ল। খবরটা যখন প্রথমে শুনি মনটা ছ্যাৎ করে উঠেছিল। ডাক্তার বললো চিন্তার কিছু নেই। এই ধরনের ক্যান্সারের চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেই ভাল হয়। আপনি দেরি না করে রোগীকে তাড়াতাড়ি ভর্তি করুন। সেই বিশ্বাস নিয়ে আবীরের চিকিৎসা শুরু করলাম। টানা দু'বছর এমন কোথাও নেই যেখানে চিকিৎসার জন্য আবীরকে নিয়ে যাইনি। মানুষ যেখানে নিয়ে যেতে বলেছে সেখানে নিয়ে গিয়েছি। একটাই আশা আবীর সুস্থ হয়ে উঠবে। আমরা আবার নতুন করে শুরু করবো। কত স্বপ্ন নিয়ে সংসার শুরু করেছিলাম। শেষে চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়া পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। কিন্তু সুস্থ হয়ে আর উঠল কই! এত চিকিৎসা, সেবা-যত্ন, টাকা-পয়সা, প্রার্থনা সবকিছুকে উপেক্ষা করে আবীর আমার কাছ থেকে চিরবিদায় নিল। মারা যাবার মাস ছয়েক আগে থেকে আবীর প্রায়ই আমার হাত ধরে বলতো,

-দেখ আমার জন্য আর কত করবে তুমি। তোমার মুখের দিকে তাকানো যায় না। আমার কথা ভেবে ভেবে তুমি নিজের যত্ন নাও না। এভাবে চলতে থাকলে তুমিও একদিন অসুস্থ হয়ে পড়বে। আবীর ঠিকই বলেছিল। সে চলে যাওয়াতে আমি একলা হয়ে গেছি। নিজেকে এখন আর সুস্থ মনে হয় না। সারাদিন বসে বসে থাকি। কোন কিছুতে ইন্টারেস্ট পাই না। মা শুধু বলেন,

-এভাবে আর কতদিন থাকবি। আমি বলি তুই কিছু একটা কর। দেখবি তোর ভাল লাগবে। তুই ভাল থাকলে আমারও যে ভাল থাকা হয়। তোর কষ্ট আমি বুঝি। মা রে কি করবি। কার ওপর রাগ রাখবি। সবই আমাদের কপাল।

-মা, আমার পাশে একটু বসো তো।

-এই তো বসলাম। কী বলবি বল না। গত শুক্রবার থেকে দেখছি তোর মনটা অন্যকিছু নিয়ে চিন্তিত। হ্যাঁ রে, কিছু হয়েছে?

-না, মা। তেমন কিছু না। তোমাকে তো বলা হয়নি। কয়েক সপ্তাহ ধরে শুক্রবারে মোবাইলে অপরিচিত একটা নাম্বার থেকে কল আসছে।

-শুক্রবারে! কিসের কল?

-মাকে বিস্তারিত সব খুলে বললাম। জানো মা, মেয়েটার জন্য বড় মায়া হয়।

-তা তো হবেই। এতটুকু একটা মেয়ে। মাকে ছাড়া কিভাবে থাকবে। না, জানি মেয়েটা মায়ের জন্য কত কান্নাকাটি করে। তা মেয়েটির নাম কি রে?

-ইরা। এই নামটি তো বললো ভদ্রলোক।

-ভদ্রলোক মানে ইরার বাবা?

-হুম। মেয়েকে কয়েক ঘন্টার জন্য না পেয়ে ভদ্রলোকের একেবারে দিশেহারা অবস্থা। আমাকে যখন প্রথমবার কল করলো। কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে শুধু বলে যাচ্ছে, এটা সুবর্ণাদের বাসা? আপনি কি সুবর্ণা বলছেন? কি যে বলবো তোমাকে মা। অবস্থা এমন ভদ্রলোক ঠিকমতো কথা বলতে পারছিল না।

-তা তো হবেই। একে তো এতটুকু একটা শিশু মেয়ে। তার ওপর মা নেই। তোরা এত বড় হয়েছিস্ তবু একটা কিছু হলে মনে এখনও ছ্যাৎ করে উঠে। বাবা-মার মন বলে কথা। শিশুটির জন্য তোর মন কেমন করছে। তাই না রে মা।

-হ্যাঁ মা। তুমি একদম ঠিক ধরেছ। ভদ্রলোকের কাছে বিস্তারিত শোনার পর থেকে আমি নিজের কথা যতটা না ভাবছি। তারচেয়ে মেয়েটার কথা বেশি চিন্তায় আসছে। মানুষের বয়সের ব্যবধানে বোধ শক্তির পার্থক্য থাকে কিন্তু কষ্টের পরিমাপের মাধ্যম কি? কিভাবে নির্ণয় করবো কার দুঃখ বেশি।

-ঠিকই বলেছিস্। মানুষ সব সময় নিজের দুঃখটা বড় করে দেখে। মনে করে জগতে তার কষ্টটাই বড়। এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ যখন অন্যেরটা দিয়ে নিজেরটাকে যাচাই বাছাই করে তখনই সে সত্যিটা উপলব্ধি করতে পারে।

-জানো মা, মেয়েটাকে আদার করতে খুব ইচ্ছে করে। চিনি না জানি না তবু খুব মায়া লাগে।

-আমি বলি কি তুই একদিন ভদ্রলোককে কল দিয়ে মেয়েটার সাথে একটু কথা বলিস্। দেখবি তোর মনটা শান্ত হবে।

-ঠিক আছে মা। তুমি যখন বলছো একদিন ফোন করবো। কিন্তু ভদ্রলোক যদি কিছু মনে করেন।

-আমার মনে হয় ভদ্রলোক কিছু মনে করবেন না। আর যদি আপত্তি থাকে সেটা ভিন্ন কথা। তুই ফোন করে দেখ।

এখন রাত। ঘড়িতে নয়টা বাজে। ঢাকা শহরে খুব বেশি রাত না। আকাশে চাঁদ উঠেছে। কি অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। এমন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে মনে আবেগ সঞ্চারিত হয়। সৌন্দর্য বড় বিস্ময়কর ব্যাপার। তাই সৌন্দর্যের যেমন কোন সীমা-পরিসীমা নেই, এর রহস্যেরও সীমা নেই। অনেকদিন এভাবে আকাশ দেখা হয় না। পূর্ণিমার আলোতে মিলি ভাবতে থাকে, যদিও কল করার জন্য মন স্থির করেছি তবুও ভাবনাগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে। সেদিন উপন্যাসে পড়ছিলাম মানুষ নিজেই নানা সমস্যায় জর্জরিত নাকি তার কারণে চারপাশের মানুষেরা সমস্যায় আক্রান্ত। আসলেই চিন্তার বিষয়। আমি নিজেই আছি সমস্যার মধ্যে। অন্যকে কি সমাধান দিব। তবুও অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ভদ্রলোককে কল করি।

হ্যালো, আমি মিলি বলছি। মিলি চৌধুরী। আমাকে চিনতে পারছেন। আপনি যে সুবর্ণা ভেবে কল দিয়েছিলেন।

- হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। কেমন আছেন আপনি।

- এই তো ভাল। আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা ইরা, ইরা কেমন আছে?

- ইরা ভাল আছে।

- কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি।

- বলুন না।

- ইরার সাথে একটু কথা বলা যাবে।

- ও এই কথা। কেন যাবে না। ইরার ওই আন্টিটা। যার নাম সুবর্ণা। সে তো ইটালি চলে গেছে। তারপর থেকে শুধু আন্টিকে কল দাও। আন্টি কেন চলে গেল। তুমি আন্টিকে যেতে না বললে না কেন। সারাদিনে তার কত প্রশ্ন।

- আচ্ছা, কখন কল করলে ইরাকে পাওয়া যাবে।

- আপনি আজকে সন্ধ্যার দিকে একবার কল করতে পারবেন। তখন আমি বাসায় থাকবো। আমি ইরাকে বলে রাখবো। আপনাকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস না বলে পারছি না।

- কিসের জন্য থ্যাঙ্কস।

- এই যে আপনি নিজে থেকে ইরার সাথে কথা বলতে চাইছেন। সত্যি আমাকে বাঁচালেন।

- তাই বুঝি।

- আসলেই। মেয়েটা কোন কিছুতেই বুঝতে চায় না। শুধু অবুঝের মতো করতে থাকে। থাক সেসব কথা।

- আচ্ছা রাখি। আমি সন্ধ্যায় কল করবো।

ফোনটা রাখার পরে বুকের অতল থেকে একটা নিশ্বাস বের হল। জানি না, যা করছি ঠিক হচ্ছে কিনা। নিজে থেকে এতটা আগ্রহ দেখালাম। ভদ্রলোক কিছু মনে করল কি-না। অন্যদিকে মন বলছে, মানুষ কী জীবনে সব সময় সঠিক কাজ করতে পারে! আর যদি করতেই পারে তাহলে জীবনে এত ভুল থাকে কেন? এসব প্রশ্ন জীবনে বোধ হয় জানতে নেই; বুঝতেও নেই। জীবনে কিছু জিনিস অস্পষ্টভাবেই ছেড়ে দিতে হয়। পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে যে সুর বাজে। সেই সুর বিরহের কাব্য হয়। চিত্রকলা হয়। তার পর লীন হয়। এভাবেই নানা ভাবনা চিন্তা মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। তবুও সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষায় থাকে মিলি।

-হ্যালো।

-হ্যালো। শুভ সন্ধ্যা।

-শুভ সন্ধ্যা। বাসায় ফিরেছেন?

-হ্যাঁ। অনেক আগেই ফিরেছি। এক মিনিট।

-ভদ্রলোক মোবাইল হোল্ড করে ইরাকে ডাকছে।

-এই নিন, ইরার সাথে কথা বলুন।

-হ্যালো ইরা। কেমন আছ তুমি।

-আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছো আন্টি?

-আমিও ভাল আছি। তোমার বাবা আমার কথা বলেছেন।

-হ্যাঁ, বলেছেন।

-কি বলেছেন।

-বলেছেন, সুবর্ণা আন্টির মতো তোমার আরও একটা আন্টি আজকে তোমার সাথে ফোনে কথা বলবেন। আন্টির নাম মিলি চৌধুরী।

-তোমার বাবা দেখি তোমাকে সব বলে দিয়েছেন।

-হ্যাঁ, বলে দিয়েছেন। বাবা তো আমায় খুব আদর করেন। বাবা বলে আমি তার লক্ষ্মী সোনা; চাঁদের কনা।

-তাই।

-হুমম।

-তুমি সুবর্ণা আন্টিকে খুব ভালোবাসতে।

-হ্যাঁ, আন্টিকে আমি খুব ভালোবাসতাম। সে-ও আমাকে ভালোবাসতো।

-আচ্ছা, তুমি কিভাবে বুঝতে সে তোমাকে ভালোবাসে।

-বা রে! এটা তো খুব সোজা। সে আমাকে আদর করতো, চুমু খেত, চকলেট কিনে দিতো, বেড়াতে নিয়ে যেত, আমার সাথে খেলত। আরও কত কি।

-তাই, তাহলে তো তোমার সুবর্ণা আন্টি খুব ভাল ছিল।

-হ্যাঁ, আন্টি খুব ভাল ছিল। আমি তাকে খুব মিস করি। তুমিও আমাকে খুব ভালোবাসবে। আদর করবে। চুমু খাবে। চকলেট কিনে দিবে।

-হ্যাঁ, আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসবো। আদর করবো, ঘুরতে নিয়ে যাবো, চকলেট কিনে দেব। তুমি আমার সাথে বেড়াতে যাবে?

-হ্যাঁ, যাবো। কবে নিয়ে যাবে, আগামীকাল?

-আগামীকাল!

-হ্যাঁ, সুবর্ণা আন্টি চলে যাওয়ার পর থেকে আমার মনটা খুব খারাপ। তাই আগামীকালই তুমি আমাদের বাসায় এসো।

-তোমাদের বাসায়।

-হ্যাঁ, আমাদের বাসায়। আগামীকাল তো শুক্রবার। ছুটির দিন। বাবাও বাসায় থাকবেন।

-কিন্তু আমি তো তোমাদের বাসা চিনি না।

-বাবা তোমাকে ঠিকানা বলে দিবে। তুমি চলে আসবে।

-তারপর।

-তারপর আর কি। আমি তোমার সাথে ঘুরতে যাবো। আন্টি তুমি আগামীকাল আসছো তো! আসবে কিন্তু আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। আচ্ছা রাখি আন্টি। এই নাও, বাবা তোমার সাথে কথা বলবে।

-হ্যালো, দেখুন মেয়ের কি কাণ্ড। আমি ঠিকানাটা ম্যাসেজ করে দিচ্ছি। আশা করি বাসা চিনতে সমস্যা হবে না। কোন অসুবিধা হলে আমাকে কল করবেন।

-শুনুন, কিছু মনে করবেন না। প্রথমবার আসবো তো তাই যদি কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসি। কোন সমস্যা হবে?

-কোন সমস্যা নেই।

-তাহলে মাকে নিয়ে আসবো।

-সেটা তো আরও ভাল হবে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। দেখবেন আপনাকে পেলে ইরা কত খুশি হয়। আর বাসায় তো আমার বাবা-মাও আছেন। আপনার মাকে নিয়ে আসলে তারাও খুশি হবেন। তাহলে আগামীকাল দেখা হচ্ছে। ভালো থাকবেন।

ফোনটা রেখে মাকে সব জানালাম। পরের দিন শুক্রবার সকালে মাকে নিয়ে রওনা হলাম। ঠিকানা অনুসারে ড্রাইভার ইরাদের বাড়ির গেটের কাছে নামিয়ে দিলো। ইতিমধ্যে অবশ্য ভদ্রলোক দু'বার কল করে জানতে চেয়েছেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা। চিনতে কোন অসুবিধা হবে না তো। ড্রাইভার যে বাড়িটার সামনে আমাদের নামিয়ে দিয়েছেন। বাড়িটা দোতালা। বড় নীল রঙের গেটের একপাশে বাগানবিলাস গাছ। গেট জুড়ে গোলাপী রঙের ফুলের বাহার। বাড়ির সামনে ছোট লন। কয়েকটা ফুলের টব রাখা আছে। গাড়ি থেকে নেমেই দেখি, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই তিনি থমকে গেলেন। কিছুটা বোধ হয় হকচকিয়ে গেছেন। এমন হবার আপাতত কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। ভদ্রলোকের সাথে কখনও দেখা হয়েছে বলেও তো মনে পড়ে না। যা হোক তিনি নিজেকে ধাতস্থ করে হাঁসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন।

-আসতে কোন সমস্যা হয়নি তো। আমি ইরার বাবা।

-সমস্যা হবে কেন। ঠিকানা তো সঙ্গেই আছে। তার ওপরে ছুটির দিন তাই রাস্তাও ফাঁকা ছিল। বরং খুব কম সময়ে পৌঁছে গেছি।

-তবুও প্রথমবার তো। আসুন, ভেতরে আসুন।

এই বলে ভদ্রলোক ইরাকে ডাকতে শুরু করলেন। ইরা, এই ইরা, দেখ তোমার আন্টি এসে গেছেন। তুমি না সকাল থেকে বলছিলে আন্টি কখন আসবে। এই দেখ তোমার আন্টি এসে গেছে।

ভদ্রলোকের চেহাড়া সুন্দর। দীর্ঘদেহী, শ্যামবর্ণ। টানটান সিনা। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ফোনের মধ্যে যেমন মাদকতায় ভরা ছিল। সামনাসামনিও তেমনই। যেন রেডিওতে কথা বলছেন। আমরা বসেছি নিচতলার ড্রাইং রুমে। ড্রাইং রুমের পাশেই দোতালার উঠার সিঁড়ি। ঘরটা পরিপাটি করে গোছানো। বাবার ডাক শুনতে পেয়ে ইরা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামছিল। এভাবে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে তার বাবা বললো,

-ইরা আস্তে নামো, আস্তে, পড়ে যাবে তো। তোমার আন্টি পালিয়ে যাবে না।

আমি কল্পনা করেছিলাম ইরা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু সে-ও কাছে এসেই বাবার মতো থমকে দাঁড়ালো। একদৃষ্টে তকিয়ে রইলো। বিস্ময় ভরা চোখ। এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমি মায়ের দিকে তাকালাম। মা-ও আমার মতো বিস্মিত। কিন্তু এমন আচরণের কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। পরিবেশটা বেশ ভারী ভারী লাগছে। তাই নিরবতা ভেঙে আমি বলি,

-ইরা কাছে এসো। আমার কাছে এসো। কি ফুটফুটে একটা বাচ্চা। হালকা নীল রঙের ড্রেসে তাকে যেন পরীর মতো লাগছে। কিছুটা হতভম্ভ আর অভিভূত ভাব নিয়ে ইরা যন্ত্রের মতো আমার কাছে আসলো। তার দৃষ্টি আমার মুখের দিকে। কেমন আছ ইরা? এই নাও তোমার চকলেট। দেখ তো এটা তোমার পছন্দ হয় কিনা? আরও কিছু কথা বলার পরেই ভদ্রলোকের বাবা-মা ড্রাইং রুমে ঢুকলেন। আর আশ্চর্য তারাও আমার দিকে আবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। যেন আকস্মিক ভাবে চমকে উঠেছেন। অন্যরকম একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভদ্রলোকের মা বলেই ফেললেন,

আশ্চর্য! বৌমা তুমি এখানে।

এবার আমি বেশ নার্ভাস ফিল করছি। ব্যাপার তো কিছুই মাথায় আসছে না। ভাগ্যিস মাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। না হলে আমার যে কি হতো! আমি চোখ তুলে তাকাতে পারছি না। এই সময় মা আমার কাঁধে হাত রাখলেন। যেন ভরসা দিলেন এবং কিছু একটা দেখতে ইশারা করলেন। ঘরের ডান পাশের দেয়ালে তাদের পরিবারের বেশ কয়েকটা ছবি বাঁধানো। ছবিগুলো পাশাপাশি টানিয়ে রাখা হয়েছে। ছবিতে একসঙ্গে ভদ্রলোক তার স্ত্রী, ইরা এবং বাবা-মা আছেন। এবার যেন আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। ঠিক মতো নিশ্বাস নিতে পারছি না। কেমন জড়সড় অবস্থা। যেন আমার শরীরে কোন শক্তি নেই। এটা কিভাবে সম্ভব! শুনেছি মানুষের সাথে মানুষের মিল থাকে। তাই বলে এতটা! একই রকম দেখতে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম এইভাবে তাদের তাকানোর মানে কি! এরপর আমার কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরেছে তখন আমি বিছানায় শুয়ে আছি। মা আমার পাশে হাত ধরে আছেন। সবাই আমাকে ঘিরে দাঁড়ানো। তাদের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। শুধু ইরা অশ্রুশিক্ত কণ্ঠে বার বার বলছে, মা, মা, কি হয়েছে তোমার। চোখ খোল তুমি। এই তো আমরা সবাই আছি। আমি তোমাকে আর মরতে দেব না। একবার তুমি আমাকে রেখে চলে গিয়েছিলে। এবার তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। কিছুতেই না॥

শুভ নববর্ষে জীবনের জয়-পরাজয়ের কথা

মাস্টার সুবল

আমার স্নেহের ছোট নাতী-নাতনীগণ। আমি আমার জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তোমাদের শুনিয়ে যাচ্ছি, শুভ নববর্ষে জয়-পরাজয়ের কথা। কথাটার নাম ত্রিফলা। ত্রিফলার প্রথম ফলা আত্মা, দ্বিতীয় ফলা শরীর এবং তৃতীয় ফলা অলসতা। পৃথিবীর মানুষ এক ধরণের পশু, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ম্যান ইস ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যানিম্যাল। ঈশ্বর মানুষকে আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করায় মানুষ হয়েছে বিশেষ ধরনের পশু। মানুষের কর্মকাণ্ডে মানুষ মানুষকে পশুর সাথে তুলনা করে পশু বলে গালি দেয়।

১। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উপর অবিশ্বাসী মানুষের আত্মা পরকালে অনন্তকাল ঈশ্বরের সাথে স্বর্গে সুখী হতে পারে না। আত্মা শয়তানের বন্ধু হয়ে নরকে গমন করে।

২। মানুষ তার নিজ শরীরের উপর বিভিন্ন দিকে বিভিন্নভাবে অত্যাচারের মাধ্যমে যথা- ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি ব্যবহারে শরীরকে ধ্বংস করে।

৩। অলসতায় মানুষের শরীরের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পায়। মানুষ দুর্বল হয়ে বিভিন্ন অসুস্থতায় ভোগে।

ভাইবোনেরা, তোমাদের কাছে আমার বলার কথা, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে, শরীরের উপর বিভিন্ন অত্যাচার পরিত্যাগ করে এবং অলসতা পরিহারে জীবনের পরাজয়কে জয় করতে হবে। ঈশ্বর তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারের সবাইকে করোনা ভাইরাস মুক্ত রাখুন এই প্রার্থনা করি॥ ৯

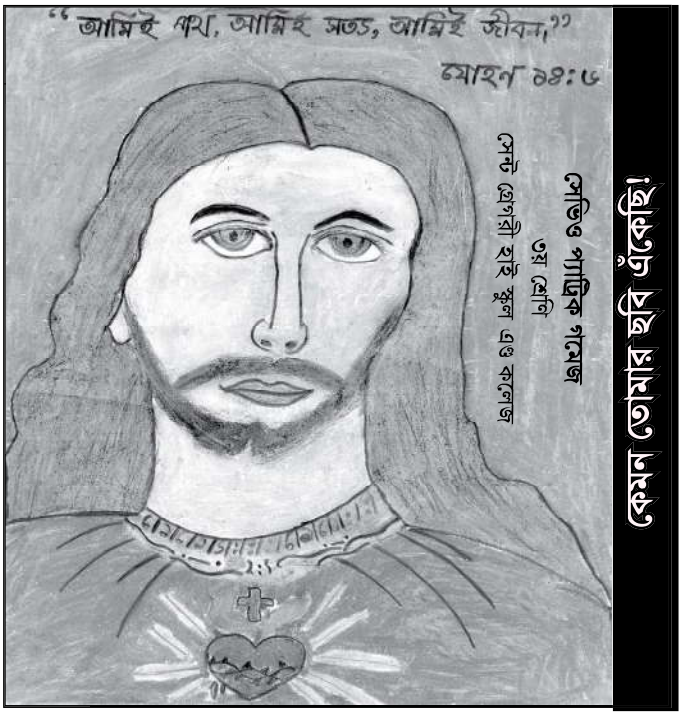

হে যিশু কোথায় তুমি?

ড. অগাস্টিন ক্রুজ

রাজপ্রাসাদ আর রাজাসন
যদি থেকে থাকে স্বর্গে
আর ঈশ্বর সে রাজাসনে আছেন
রাজদণ্ড হাতে
আর তুমি যদি ঈশ্বরের আশে-পাশে
ঈশ্বরের সঙ্গ ধরে আছো যে যিশু
যেমন থাকে রাজমন্ত্রী রাজসঙ্গ ধরে
তবে তুমি স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে নেমে এলে
সশরীরে আত্মিকরূপে।

আত্মিকরূপে মানুষরূপী অনুভূতি সত্তায়
যে মানসের রজনীগন্ধার সুভাষ মস্তিষ্কে
ধারণ করে
যে মর্ত্যে অনুকূল আবহাওয়ায় ফসল ফলে
যে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় খরায়
দুর্যোগের মাঝে
যেখানে বিধান রীতি ভেদাভেদী অসম দারিদ্র্যকূল
নিরবধি নিষ্পেষিত
আচার-বিচারে সত্যাসত্যে হাহাকার,
লেগেছে আকাল
যেখানে নীহারিকালোকের ঈশ্বর নির্বিকার
তুমি এ মর্ত্যে নেমে এসো,
এখানে অস্থির মর্ত্যলোক।

অস্থির মর্ত্যলোকে গানের আসর হয় নিত্যদিন
নর্তকীর ঘুঙুর বাজে তালে তালে বেতালে বিনোদন
আসরে
এখানে উৎসব হয়, শোকসভা হয় জয়-পরাজয়ে
বিয়োগ-বেদনায়
সত্যাসত্যের অসহায় অতি শ্লোকগাঁথা কবিতার শ্লোক
রচিত হয়
কবিরা লিখে শখের বশে আত্মবিকাশের জন্য
এখানে মুক্তির বাঁশী বাজে শ্রোতাহীন আসরে
এখানে এই মর্ত্যলোকে তোমার বড় প্রয়োজন
তুমি মর্ত্যে নেমে এসো, পরিত্রাণ এখানে দুর্যোগে
পথহারা।

জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ডাকঘরঃ জোনাইল, উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর, বাংলাদেশ

রেজিঃ নং ৭০/৬৮, সংশোধিত রেজিঃ নং ০২/০৬, মোবাইলঃ ০১৭১২ -৪৬৯৮৯৮

সুত্র নং **JCACCUL/ CH /(106) 2021-2022** তারিখঃ ২৩/১২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি. এর সম্মানিত সদস্যা-সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র কার্যালয়ে নিম্নে উল্লেখিত পদে শর্তানুযায়ী কর্মী নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম :** একাউন্টস কর্মকর্তা (১ জন) **বয়সঃ** ২৫ থেকে অনুর্দ্ধ ৩৫ বছর । তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথীলযোগ্য। - **অস্থায়ী নিয়োগ কালে সর্বসাকুল্যে বেতনঃ** ১২,০০০/- টাকা	✓ যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-সহ স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে বাণিজ্য বিভাগের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ✓ মাইক্রোসফট অফিস ও মাক্রোসফট এক্সেল সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ✓ সৎ, চরিত্রবান, উদ্যোমী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। ✓ বাইসাইকেল/মোটর সাইকেল চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে। ✓ যোগাযোগে দক্ষ হতে হবে। ✓ অফিসের প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় এবং ফিল্ডেও কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
২) **পদের নাম :** সিনিয়র আইটি অফিসার (১ জন) **বয়স :** ২৫ থেকে অনুর্দ্ধ ৩৫ বছর । তবে দক্ষ/ ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। - **অস্থায়ী নিয়োগ কালে সর্বসাকুল্যে বেতনঃ** ১২,০০০/- টাকা	✓ যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিষয়ে ন্যূনতম ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-সহ স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। ✓ মাইক্রোসফট অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্ট) প্রোগ্রামে দক্ষতা থাকতে হবে। ✓ কম্পিউটার ট্রাবলসুটিং-এ দক্ষ হতে হবে। ✓ ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এর ধারনা থাকতে হবে। ✓ সৎ, চরিত্রবান, উদ্যোমী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। ✓ অফিসের প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় এবং ফিল্ডেও কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলীঃ

১. প্রার্থীকে বোর্ণী মিশনের স্থায়ী বাসিন্দা ও অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ের নিয়মিত সদস্য হতে হবে।
২. প্রার্থীর আবেদনপত্রসহ জীবন বৃত্তান্ত দিতে হবে।
৩. প্রার্থীর সদ্য তোলা দুই (২) কপি ছবি (পাসপোর্ট সাইজ) সংযুক্ত করতে হবে।
৪. প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সার্টিফিকেটের ফটোকপি (সত্যায়িত) দিতে হবে।
৫. প্রার্থীর জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত) দিতে হবে।
৬. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারি/সুপারিশকারি প্রার্থী সংশ্লিষ্ট পদের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
৭. ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
৮. আবেদনপত্র আগামী **২৪/০১/২০২২** খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অফিস চলাকালীন সময়ে অফিসে জমা/ডাকযোগে/ই-মেইল-এ পাঠাতে পারবেন।
৯. প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন প্রকারের ভাতা প্রদান করা হবে না।
১০. কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

আবেদনের ঠিকানাঃ বরাবর, চেয়ারম্যান, জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি., ডাকঘরঃ জোনাইল, উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর। ই-মেইল ঠিকানাঃ jcaccul@yahoo.com.

বি.দ্রঃ বোর্ড নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।

(অসীম মাইকেল দেশাই)
চেয়ারম্যান
জো.খ্রী.এগ্রি.কো.ক্রে.ইউ.লি.
জোনাইল, বড়াইগ্রাম, নাটোর ।

(সিলভানুস পরিমল কস্তা)
সেক্রেটারি
জো.খ্রী.এগ্রি.কো.ক্রে.ইউ.লি.
জোনাইল, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

বিজ্ঞ/০০/২২

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

২০২১ খ্রিস্টাব্দে ২২জন কাথলিক মিশনারীকে হত্যা করা হয়

ভাতিকানের ফিদেস সংবাদ সংস্থা বিশ্বাসের জন্য সহিংস হত্যার শিকার মিশনারীদের তালিকা নিয়ে তাদের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মোট ২২জন মিশনারীকে হত্যা করা হয়। যাদের অধিকাংশই আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বাসের জন্য জীবন দেন। যাদের মধ্যে ১৩ জন পুরোহিত, ১জন সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার, ২ জন সন্ন্যাসব্রতী সিস্টার ও ৬জন খ্রিস্টভক্ত। ২২জনের মধ্যে ১১জনকেই আফ্রিকায় হত্যা করা হয়। এছাড়া ৭জন আমেরিকায়, ৩জন এশিয়ায় এবং ১জন ইউরোপে হত্যার শিকার হন।

দীক্ষিত মিশনারীরা: বৃহৎ অর্থে সকল দীক্ষিত ব্যক্তিকেই মিশনারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়; যারা মণ্ডলীর জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মণ্ডলীতে অবস্থান বিন্যাসে স্থান যা-ই হোক না কেন বিশ্বাসের কারণে সহিংসতার বলি হয়ে যারা মারা যান তারা সকলেই সাক্ষ্যমর।

আফ্রিকায় সাক্ষ্যদান: ইউরোপের ফ্রান্সে ফাদার অলিভিয়ের মায়এর এসএমএম রোয়াণ্ডায় জন্মগ্রহণকারী অভিবাসীর হাতে নিহত হন; যাকে তিনি সাহায্য করতেন। ইউরোপে ১জন মৃত্যুবরণ করলেও আফ্রিকায় ১১জন। অতি সম্প্রতি বড়দিনের পূর্বরাতে ফাদার লুক আদেলেকে নামে একজন ধর্মপ্রদেশীয় যাজককে নাইজেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক প্রত্যন্ত এলাকায় হত্যা করা হয়। ২জন সন্ন্যাসব্রতী ও একজন খ্রিস্টভক্তকে হত্যা করা হয় দক্ষিণ সুদানে। এছাড়াও বুর্কিনা ফাসো, মধ্য আফ্রিকা, উগান্ডা ও এ্যাঙ্গোলাতেও বিশ্বাসের জন্য হত্যার শিকার হন কেউ কেউ।

আমেরিকান কর্মীগণ: আমেরিকার মেক্সিকোতেই ৪জন রক্ত ঢেলে তাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান করেছেন। এ ৪জনের মধ্যে ১জন ছিলেন সাধারণ ধর্মশিক্ষক যিনি মানব অধিকারের জন্য অহিংস আন্দোলন এর একজন প্রচার কর্মী ছিলেন। মিশনারীরা হাইতি, পেরু ও ভেনিজুয়েলাতেও সাক্ষ্য মৃত্যুবরণ করেন। ভেনিজুয়েলাতে একজন সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার যে স্কুলে শিক্ষাদান করতেন সেখানেই একজন চোর তাকে মেরে ফেলে।

এশিয়ান পালকীয় কর্মীরা: এশিয়ার একজন ফিলিপিনো যাজক মিন্দানাও এ তার সেমিনারীতে ফেরার পথে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। মিয়ানমারে সংঘর্ষে দু'জন কাথলিক খ্রিস্টভক্তকে হত্যা করা হয়। কেননা তারা গৃহযুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের জন্য খাদ্য ও মানবিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসলে স্নাইপাররা তাদের হত্যা করে। যদিও কোন তালিকা করা হয়নি, তবে কমপক্ষে ৩৫ জন কাথলিক ভক্তকে বড়দিনের প্রাক্কালে সেনাবাহিনী হত্যা করে।

সিরিয়াতে খ্রিস্টানদের বাঁচিয়ে রাখতে আন্তর্জাতিক সহায়তা অত্যাবশ্যকীয়

অন্য রীতির কাথলিক গ্রীক মেলকাইট আর্চডায়োসিসের সঙ্গে খ্রিস্ট মণ্ডলীর বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোও যুদ্ধের সময় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় আন্তর্জাতিক

দাতা সংস্থাগুলোকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পুনঃস্থাপন করতে সহায়তা করার আহ্বান করা হচ্ছে। জার্মানী দাতা সংস্থা 'চার্চ ইন নীড' বিশ্বে ২৩টি দেশে সাহায্য প্রদান করে। সম্প্রতি এ সংস্থা লেবানন ও সিরিয়াতে ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য ৫ লক্ষ মিলিয়ন ইউরো দান করেছে। দেশগুলোতে ছোট বা বড় বিভিন্ন প্রকল্প করতে এ ফান্ড ব্যবহার করা হবে। এ সহায়তা ছাড়া সিরিয়ার খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলো গির্জাঘরগুলোতে প্রার্থনা করতে সক্ষম হবে না। কেননা বিগত ১০ বছরের যুদ্ধে গির্জাগুলো বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছে এমনকি কখনও কখনও লুটতরাজের শিকারও হয়েছে।

অ্যাংলিকান আর্চবিশপ ডেজমণ্ড টুটুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে অনুষ্ঠিত হলো অ্যাংলিকান আর্চবিশপ ডেজমণ্ড টুটুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। নোবেল শান্তি পুরস্কার, সিডনি শান্তি পুরস্কার, গান্ধী শান্তি পুরস্কার সব মিলিয়ে শান্তির দূত ডেজমণ্ড পিলো টুটু তাঁর ৯০ বছরের জীবনের পাট চুকিয়ে ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ইহলৌকিক সফর শেষ করলেন। ১ সপ্তাহের শোক পালন করে ১ জানুয়ারি আর্চবিশপ টুটুর প্রিয় কেপ টাউনের সেন্ট জর্জ ক্যাথেড্রালে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্যদিয়ে পৃথিবী এক মহান পুরুষকে চিরতরে বিদায় জানালো। তার মৃত্যুতে কেঁদেছে বিশ্ববাসী কেঁদেছে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। মহানায়কের মৃত্যুতে বিশ্ব গণমাধ্যম তাঁকে 'মর‍্যাল জায়েন্ট', 'মর‍্যাল কম্পাস', 'ভয়েস অব জাস্টিস'সহ দিয়েছে বিভিন্ন অভিধা। পোপ ফ্রান্সিস আর্চবিশপ টুটুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তিনি ছিলেন মঙ্গলসমাচারের সেবক।

কান্টারব্যারীর আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবে তার শ্রদ্ধা জনান এ বলে, আর্চবিশপ ডেজমণ্ড টুটু ছিলেন প্রবক্তা ও যাজক যিনি কথা ও কাজের সমন্বয় সাধনকারী এক মানুষ। তিনি আশা ও আনন্দকে আমাদের জীবনে দেহধারিত করতে সহায়তা করেছেন। আমাদের অত্যন্ত কষ্টের সময়ও আমরা ঈশ্বরকে আর্চবিশপের জীবনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

পোপ ফ্রান্সিস বলেন, আর্চবিশপ টুটু একটি অনুপ্রেরণা। ফ্রাতেল্লি তুত্তি বা সকলে ভাই-বোন সর্বজনীন প্রৈরিতিক পত্রটি লিখতে আর্চবিশপ টুটু তাকে অনুপ্রাণিত করেন। আর্চবিশপ টুটু ছিলেন আফ্রিকান দর্শন 'ওবোনতু'তে দৃঢ়বিশ্বাসী এক ব্যক্তি। 'ওবোনতু' হলো সহভাগিতা, উন্মুক্ততা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃব্যক্তিক সাক্ষাৎদানের এক সংস্কৃতি॥ - **তথ্যসূত্র :** *news.va*

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি নিকোলাস ডি' কস্তা নাগরী ধর্মপল্লীর লুদুরিয়া গ্রামের একজন খ্রিস্টভক্ত। আমার পরিবারে স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। আমি অনেক দিন যাবৎ কিডনি রোগে আক্রান্ত। এ পর্যন্ত আমার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়েছে, এখনও আমার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন, যা আমার পরিবারের পক্ষে চালানোর সামর্থ্য নেই। আমিই পরিবারের একমাত্র উপার্যনক্ষম ব্যক্তি। যতটুকু সামর্থ্য ছিলো সর্বস্ব শেষ করে আজ বেঁচে থাকার জন্য আপনাদের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছি। আমার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করে সুস্থ হতে সহায়তা করুন। আপনাদের উদার আর্থিক সহায়তা ও প্রার্থনার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত নিবেদক

নিকোলাস ডি' কস্তা
বিকাশ নাম্বার: ০১৩০৭৫৫৯৪৪৯
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, নাগরী, গাজীপুর।
একাউন্ট নং: ০১৩১১০০০৭৩৪৭৫৫

ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ
পাল-পুরোহিত
নাগরী ধর্মপল্লী

সিলেট ধর্মপ্রদেশের ১০তম পালকীয় সম্মেলন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

রিপোর্টিং টিম ▯ "আমার পরিবার, আমার দায়িত্ব" এই মূলসুরের উপর ভিত্তি করে গত ১৩-১৫ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৯:৩০ মিনিটে সিলেট বিশপ ভবনে ১০তম পালকীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিলেট ধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, ১৬ জন যাজক, ২ জন সেমিনারীয়ান, ২২ জন সিস্টার ও ৫০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন নৃত্যের মধ্যদিয়ে সবাইকে স্বাগত জানানো হয়। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ পালকীয় সম্মেলনের লগো উদ্ঘোধন করেন ও সেই সাথে প্রদীপ প্রজ্জলন করেন। একই সাথে ৭টি ধর্মপল্লী থেকে প্রদীপ প্রজ্জলন করা হয়। লগো ব্যাখ্যা করেন ফাদার ব্রাইন চঞ্চল গমেজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। তিনি বলেন- ধর্মপ্রদেশীয় সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাসকে আরো জোড়ালো করব এবং সেই সাথে সবার সহযোগিতায় আমরা আমাদের পরিবারকে বিশ্বাসের দিকে আরও বলশালী করব। এরপর পালকীয় সম্মেলনে উপস্থিত সবাই তাদের পরিচয় প্রদান করেন। পালকীয় সম্মেলনের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন ফাদার সরোজ কস্তা ওএমআই। ফাদার ব্রাইন গমেজ সিনডের মূলভাব যথা: মিলন (Communion), অংশগ্রহণ (participation) ও প্রেরণ (Mission) বিষয়ে সহভাগিতা প্রদান করেন। ২য় অধিবেশন (২য় দিন): "আমার পরিবার, আমার দায়িত্ব" এই মূলসুরের উপর ফাদার প্যাট্রিক গমেজ (রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ) সহভাগিতা করেন। "পরিবারের যত্নে ও মিলনে আমার ভূমিকা" এর উপর সহভাগিতা করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। প্রত্যেকটি ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশের ২০২২ খ্রিস্টাব্দের কর্ম পরিকল্পনা, মুক্তালোচনা ও প্রশ্ন উত্তর পর্ব। ফাদার সরোজ সবাইকে বিশপ হাউস ও বিভিন্ন কমিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। দুপুর ২ টায় এই পালকীয় সম্মেলনের সমাপ্তি হয়॥

রমনা ক্যাথিড্রালে প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও ▯ বিগত ৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ সোমবার বিকেল ৫টায় সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল রমনাতে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বর্তমান আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ। খ্রিস্টযাগের শুরুতে শোভাযাত্রা করা হয় এবং শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার চিহ্ন স্বরূপ প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার ছবিতে মাল্য প্রদান করেন বর্তমান আর্চবিশপ। খ্রিস্টযাগে উপদেশ প্রদান করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। উপদেশে তিনি প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার জীবন, পালকীয় কাজ এবং বনানী পরিচালক থাকাকালীন সময়ে একজন সেমিনারীয়ান হিসেবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উনার গুণাবলী এবং পালকীয় কাজের কথা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগ শেষে প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার কবরে প্রার্থনা করা হয় এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, কারিতাস আঞ্চলিক এবং কারিতাস বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ এবং পরিবারের আত্মীয় স্বজন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১ জন আর্চবিশপ, ১ জন বিশপ ১৬ জন ফাদার বেশ কয়েকজন সিস্টার, খ্রিস্টভক্ত এবং সেমিনারীয়ানগণ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে পালকীয় ও আগমনকালীন সেমিনার অনুষ্ঠিত

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি ▯ বিগত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে পালকীয় ও আগমনকালীন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পালক পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সহকারী পালক পুরোহিত ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি। দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগের পর প্রতিটি ব্লক হতে আগত নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিগণ সেমিনারে যোগদান করেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন পালক পুরোহিত। প্রধান বক্তা ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ কর্তৃক গৃহীত এ বছরের মূলভাব 'কৃতজ্ঞ হও' বিষয়ে উপস্থাপনা শুরু করেন। তিনি বলেন, "আমাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ আমরা আমাদের জীবনের সব কিছুই ঈশ্বরের কাছ থেকে পাই।" উপস্থাপনার পর সাধারণ আলোচনা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শেষে মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে এ সেমিনার সমাপ্ত হয়॥

জাফলং ধর্মপল্লীর বর্ল্লা পুঞ্জির প্রতিপালকের পর্ব পালন

মেলকম খংলা ▯ গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে জাফলং ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বর্ল্লা পুঞ্জির প্রতিপালক সাধু আন্দ্রিয়ের পর্ব বর্ল্লা পুঞ্জিতে মহাসমারোহে পালন করা হয়। এই পর্ব পালনের পূর্বে তিনদিন বিশেষ প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে জনগণকে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি প্রদান করা হয়। এতে ১ জন ফাদার ও ৯৫ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১১ টায় পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। খ্রিস্টযাগে ফাদার সাধু আন্দ্রিয়ের জীবনী ও আগমনকালের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন- সাধু আন্দ্রিয় সাধারণ মানুষ থেকে যিশুর আহ্বানে অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠেন। আমাদের প্রত্যেকের আহ্বান হচ্ছে পরিত্রাণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান। খ্রিস্টযাগের পর বর্ল্লা পুঞ্জির সেক্রেটারী মেলকম খংলা পাল-পুরোহিত ও খ্রিস্টভক্তদের পর্বীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন॥

সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে আগমনকালীন সেমিনার

ব্রাদার শৈলেন জাখারিয়াস রোজারিও সিএসসি ▯ সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা, কর্তৃক ৯ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ প্রতিষ্ঠানের সকল খ্রিস্টান ছাত্র ও অভিভাবকদের জন্য আয়োজন করা হয় আগমনকালীন এক সেমিনার। সেমিনারের প্রথম অংশে থাকে ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক ও ব্রাদারদের উপস্থিতিতে প্রার্থনানুষ্ঠান। দ্বিতীয় অংশে থাকে বক্তব্য ও ছাত্রদের অভিনয় উপস্থাপন। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল 'যিশুর সঙ্গে থাকা'। এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে ব্রাদার ভুবন বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি। তিনি বলেন, যিশুর সঙ্গে বাস করলে আমাদের সাহস বাড়ে এবং মনের ভয় দূর হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি ছাত্রদের উৎসাহিত করে বলেন, আমরা যেন সময় মত ঘুম থেকে উঠি, সবকিছু সঠিকভাবে করি এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করি, স্কুলের লাইব্রেরির বই পড়ে জ্ঞান লাভ করি। ব্রাদার লিওনার্ড চন্দন রোজারিও সিএসসি বলেন, ছাত্ররা যেন ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য এক বিশেষ লক্ষ্য রেখে পড়ালেখা চালিয়ে যায়। ব্রাদার শৈলেন জাখারিয়াস রোজারিও সিএসসি অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রতিদিন রোজারি মালা প্রার্থনা করার অভ্যাস পরিবারেই অনুশীলন করাতে হবে। একই সঙ্গে প্রতি রবিবারে খ্রিস্টযাগে অংশ গ্রহণের জন্য সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগে অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে ছেলেমেয়েরা খ্রিস্টীয় আদর্শে বেড়ে উঠবে।

সেমিনারের শেষ অংশে থাকে ছাত্র-শিক্ষক ও ব্রাদারদের সমন্বয়ে কীর্তন পরিবেশনা। ছাত্রদের মধ্যে ব্রাদারগণ রোজারি মালা, যিশু হৃদয়ের ছবি, সাধু যোসেফের ছবি ও ক্যালেন্ডার উপহার প্রদান করেন। উপহারের প্রদান করা হয়। পরিশেষে ব্রাদার শৈলেন জাখারিয়াস রোজারিও সিএসসি প্রিন্সিপাল, ব্রাদার, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের ইতি টানেন॥

আগমনকালীন আধ্যাত্মিক সেমিনার- ২০২১

মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ ▯ প্রতি বছরের মত এবছরও কারিতাস সিএইচ- এনএফপি কেন্দ্রীয় প্রকল্প অফিস, মিরপুরে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যত্ন প্রকল্প আয়োজিত আগমনকালীন আধ্যাত্মিক সেমিনার। এই সেমিনারের মূলভাব ছিল: খ্রিস্ট যিশুকে যাবে না ভুলে: প্রভু, তুমি হৃদয়ের দ্বার রাখ খুলে। এই আধ্যাত্মিক সেমিনারে মোট ১৭টি পরিবার থেকে ৩৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

এর মধ্যে নারী-১৯ জন, পুরুষ-১৮ জন, যার মধ্যে শিশু-১৪ জন।

এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফাদার জ্যোতি এফ. কস্তা, সভাপতি, কারিতাস সিএইচ-এনএফপি ম্যানিজিং কমিটি, ফাদার আগস্টিন প্রলয় ডি' ক্রুশ, মিস্ এনা লিনা টিম, কারিতাস জার্মানী প্রতিনিধি ও ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, ম্যানেজার (হেলথ্)।

সৃষ্টিলগ্ন থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে

ফাদার সাগর কোড়াইয়া ▯ মানবাধিকার মানুষের জন্মগত চাহিদা। কিন্তু মানুষের সৃষ্টির পর থেকে এই চাহিদা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে সিবিসিবি (বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী) সেক্রেটারিয়েট সেন্টার এ আয়োজিত 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস- ২০২১' অনুষ্ঠানে সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও অভিমত ব্যক্ত করেন। বিগত ৯ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সিবিসিবি সেন্টারে বিশ্ব মানবাধিকার দিবসকে কেন্দ্র করে সিবিসিবি'র ন্যায় ও শান্তি কমিশনের উদ্যোগে কমিশনের সাধারণ সভা এবং 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস- ২০২১' উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত সভায় সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসিসহ ডাইয়োসিশান ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সমন্বয়কারী, ধর্মসংঘসমূহের প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী এবং কারিতাস বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। দিবসের প্রথম অধিবেশনে বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত বছরে ডাইয়োসিসসমূহের কার্যক্রমের ওপর প্রতিনিধিগণ সহভাগিতা করেন। এছাড়াও "লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম" বিষয়ক আগামী ৭ বছরের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস- ২০২১' উদ্‌যাপন কর হয়। উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন টেকনোক্রাট সদস্য ও সমন্বয়ক আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ড. মেজবাহ কামাল, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এর সচিব মি. সঞ্জিব দ্রং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস এবং মানবাধিকার কার্যক্রমের সাথে জড়িত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উক্ত অধিবেশনে শুরুতে মি. সঞ্জিব দ্রং বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে আদিবাসী, প্রান্তিক জনগণ ও সংখ্যালঘুদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরেন। ড. মেজবাহ কামাল বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবদান অনস্বীকার্য। সভায় উপস্থিত অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরাও তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মানবাধিকার রক্ষার্থে কার্যক্রমগুলো সহভাগিতা করেন। পরিশেষে, সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও সেক্রেটারি ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি'র ধন্যবাদমূলক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস- ২০২১' খ্রিস্টাব্দ উদ্‌যাপন সমাপ্ত হয়॥

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে সাধু যোসেফে'র বর্ষের সমাপ্তি

রিজেন্ট মাইকেল হেম্ব্রম ▯ পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস ৮ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাধু যোসেফে'র বর্ষ ঘোষণা করেছিলেন। আর তারই ধারাবাহিকতায় বিগত ৩ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে সাধু যোসেফে'র বর্ষের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হয়। অর্ধদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানে ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ, কুমারী মারীয়া সংঘ এবং প্রভাত তারা সংঘের ৯৮ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

সকাল ৯:৩০ মিনিটে উদ্বোধনী প্রার্থনা ও নৃত্যের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী স্বাগত বক্তব্যে সাধু যোসেফকে মণ্ডলীর একজন নীরব কর্মী হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, সাধু যোসেফ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার; তিনি যেভাবে মণ্ডলীকে গড়ার কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন আমাদের তেমনি মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। এরপর অনুষ্ঠানের মূলভাব "সাধু যোসেফ: পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক" এর উপর সহভাগিতা করেন ফাদার যোহন মিন্টু রায়। উল্লেখ্য যে, এই মূলভাবের উপরই ফাদার যোহন মিন্টু সাধু যোসেফে'র বর্ষে একটি বই লেখেন। ফাদার তার সহভাগিতায় সাধু যোসেফে'র সামগ্রিক জীবন, কাজ ও গুণাবলীগুলোকে ফুটিয়ে তুলেন।

সেমিনারের দ্বিতীয় ভাগে ছিলো বড়দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ পাপস্বীকার সংস্কার ও খ্রিস্টযাগ। এরপর মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচী সম্পন্ন হয়॥

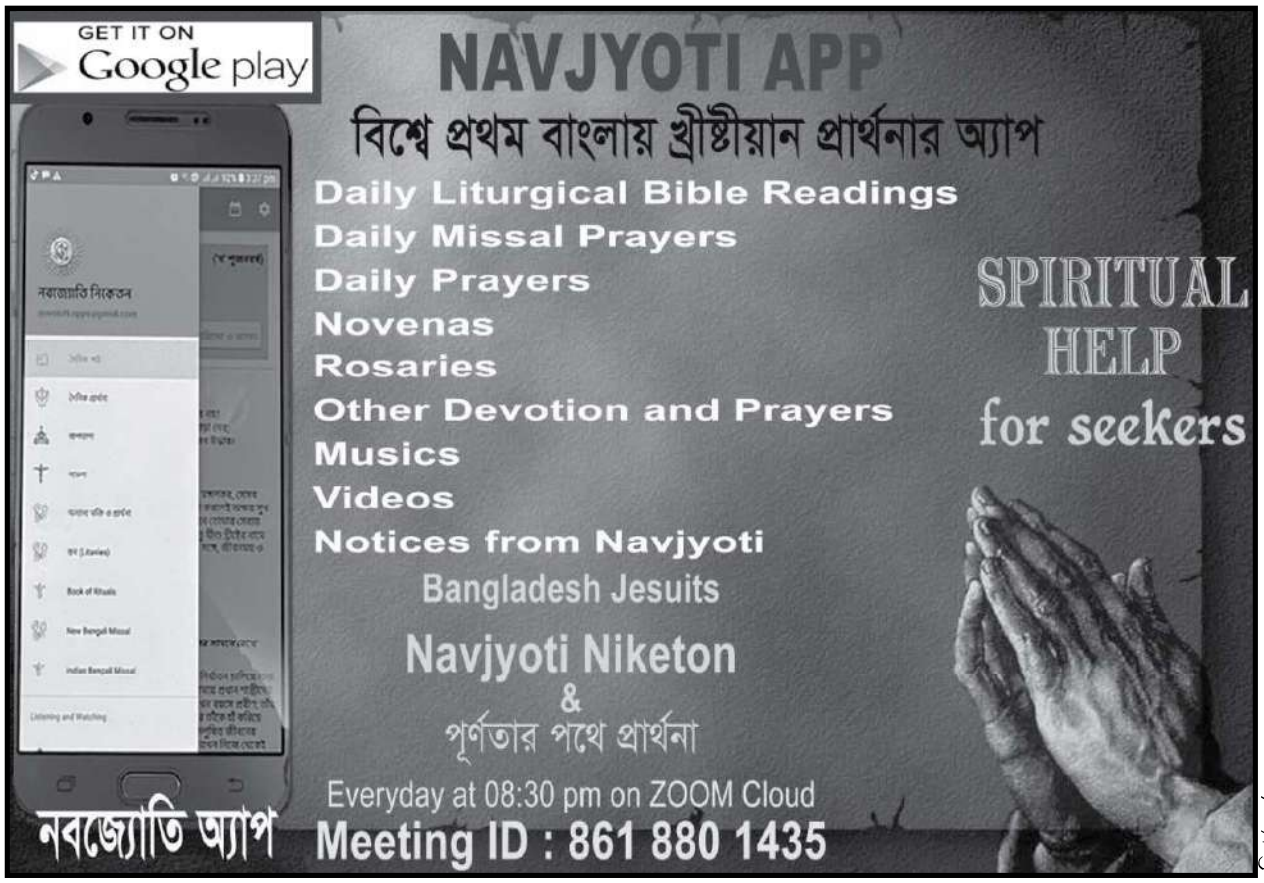

বিজ্ঞ/০৫/২২

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লেমেন্ট রোজারিও
জন্ম : ০২-১১-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪-০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
উত্তর গোসাইপুর, সুইহারী দিনাজপুর

বাপ্পি ও বাপ্পি, দেখতে দেখতে কেটে গেল নয়টি বছর তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ সেই না ফেরার দেশে। আর তোমাকে ডাকতে পারবো না বাপ্পি বাপ্পি বলে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তুমি জীবিতকালে তোমার সৎকর্মগুণে রয়েছ প্রভুর সেই আনন্দ আশ্রমে স্বর্গধামে। আজ এই বড়দিন উৎসবে ও তোমার নবম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমাকে আমরা হৃদয়ভরে স্মরণ করি। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা অপরের সেবায় মিলেমিশে এক হয়ে শান্তিতে ও তোমার আদর্শে চলতে পারি। পরম করুণাময় প্রভুর নিকট তোমার জন্য প্রার্থনা করি তিনি যেন সর্বদা তোমাকে তাঁর পাশে স্থান দেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : দ্বীপালী রোজারিও
ছেলে ও মেয়ে : চন্দন, প্রিন্স, ক্লিন্টন ও ঊর্মী রোজারিও
ছেলে বৌ : নিপা গমেজ ও প্রিয়াংকা দাস
ভাতিজা ও ভাতিজা বউ : নির্মল ও প্রমা রোজারিও
নাতি ও নাতনী : অপূর্ব, অর্পা, অর্ণ ও স্কারলেট, স্কাইলার রোজারিও
পিসি : প্রয়াত সিস্টার আসন্তা রোজারিও
ভাস্তি: সিস্টার সীমা রোজারিও
ও সকল আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ/০৮/২২

কাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ - ২০২২

১ জানুয়ারি - ঈশ্বরের জননী কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তি দিবস
২ জানুয়ারি - প্রভু যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
৯ জানুয়ারি - প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান পর্ব
(১৮-২৫- খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ)
২৫ জানুয়ারি - সাধু পলের মন পরিবর্তনের পর্ব
৩০ জানুয়ারি - পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস
২ ফেব্রুয়ারি - প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি - বিশ্ব রোগী দিবস, লূর্দের রাণী মারীয়ার পর্ব
২ মার্চ- ভস্ম বুধবার
১৮ মার্চ- আর্চবিশপ মাইকেলের মৃত্যুবার্ষিকী
১৯ মার্চ- সাধু যোসেফের মহাপর্ব
২৫ মার্চ- দূতসংবাদ মহাপর্ব
২৭ মার্চ- কারিতাস দিবস
১০ এপ্রিল- তালপত্র রবিবার
১৪ এপ্রিল- পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
১৫ এপ্রিল- পুণ্য শুক্রবার
১৬ এপ্রিল- পুণ্য শনিবার
১৭ এপ্রিল-পুনরুত্থান দিবস
১১ এপ্রিল- ঐশ করুণার পর্ব
৮ মে- আহ্বান দিবস, উত্তম মেষপালক রবিবার
১৩ মে- ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
২৯ মে- প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব, বিশ্ব যোগাযোগ দিবস
৫ জুন- পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
১২ জুন- পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
১৯ জুন- প্রভুর পুণ্য দেহ ও রক্তের মহাপর্ব
২৩ জুন- দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব পর্ব
২৪ জুন- যিশুর পবিত্র হৃদয়ের মহাপর্ব
২৫ জুন- মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের পর্ব
৪ আগস্ট- সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের পর্ব
৬ আগস্ট- যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ আগস্ট- কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২ সেপ্টেম্বর- আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর- কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর- কুমারী মারীয়ার জন্ম উৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর- পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
১৫ সেপ্টেম্বর- শোকার্ত জননী মারীয়ার স্মরণ দিবস
২৭ সেপ্টেম্বর- সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর- মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল ও গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর- ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর- রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস
৪ অক্টোবর- আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব ও বিশ্ব শিশু দিবস
৭ অক্টোবর- জপমালা রাণীর স্মরণ দিবস
২৪ অক্টোবর- বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
১ নভেম্বর- নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহা পর্ব
২ নভেম্বর- পরলোগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ নভেম্বর- লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
২০ নভেম্বর- খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
২৭ নভেম্বর- আগমন কালের প্রথম রবিবার
৬ ডিসেম্বর- বাইবেল দিবস
৮ ডিসেম্বর- অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব
২৫ ডিসেম্বর- শুভ বড়দিন
২৯ ডিসেম্বর- পবিত্র পরিবারের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে দিবসসমূহ - ২০২২

১৪ ফেব্রুয়ারি- পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালবাসা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ মার্চ- নারী দিবস
১৭ মার্চ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন
২২ মার্চ- বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ- বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
২৬ মার্চ- মহান স্বাধীনতা দিবস
৭ এপ্রিল- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ এপ্রিল- বাংলা নববর্ষ
২২ এপ্রিল- বিশ্ব ধরিত্রী দিবস
২৩ এপ্রিল- বিশ্ব বই দিবস
১ মে- আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে- ঈদ-উল-ফিতর
৩ মে- বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৭ মে- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
৮ মে- মা দিবস
১২ মে- আন্তর্জাতিক নার্স দিবস
১৫ মে- আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ মে- জাতীয় কবি কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ মে- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস
৫ জুন- বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৯ জুন- বাবা দিবস
২০ জুন- বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস
২৬ জুন- মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
২ জুলাই- আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (জুলাই মাসের ১ম শনিবার)
১০ জুলাই- ঈদ-উল-আযহা
১১ জুলাই- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৩০ জুলাই- মহরম (আশুরা)
১ আগস্ট- বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
১ আগস্ট- বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
৯ আগস্ট- বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট- আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৫ আগস্ট- জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
১৯ আগস্ট- জন্মাষ্টমী
৮ সেপ্টেম্বর- আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
১ অক্টোবর- আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৩ অক্টোবর- বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার)
৪ অক্টোবর- বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
৫ অক্টোবর- বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৯ অক্টোবর- ঈদ-ই-মিলাদুনবী
১০ অক্টোবর- বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৬ অক্টোবর- বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর- আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরিকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর- জাতিসংঘ দিবস
১৪ নভেম্বর- বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর- বিশ্ব এইডস্ দিবস
৩ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর- বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ ডিসেম্বর- বিজয় দিবস

[বিঃদ্রঃ নির্দিষ্ট দিবসের ১৫ দিন পূর্বে আপনার লেখাটি আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। কেননা, "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"- তে বিশেষ দিবসটির সংখ্যা এক সপ্তাহ পূর্বে ছাপা হয়।]

সু-খবর! সু-খবর! সু-খবর!

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আরএনডিএম সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত আরএনডিএম রিন্যুয়াল সেন্টার, ২৪ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ইতিমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে।

এখানে রয়েছে আধ্যাত্মিক কার্যক্রমের জন্য ২টি চ্যাপেল, ছোট-বড় বেশ কয়েকটি হল রুম, খাবার ঘর ও এসি-নন এসি শয়ন কক্ষ। আরো রয়েছে নিরাপদ, সুন্দর ও প্রকৃতি ঘেরা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। তাই আধ্যাত্মিক নবীকরণ ও গঠনমূলক কার্যক্রমের উদ্দেশে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত বা দলীয় ধ্যান প্রার্থনা, নির্জনধ্যান, কিংবা কোন সভা-সেমিনারের জন্য আমাদের হল রুম ভাড়া বা যে কোন ধরনের প্রোগ্রাম করতে আগ্রহী তারা এই সেন্টার ভাড়া নিতে পারেন। এখানে রয়েছে থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য সকল ধরনের সু-ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য যে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব নিয়মানুযায়ী পরিচালিত।

বি.দ্রঃ যারা নিয়মিত বেথানী আশ্রমে প্রার্থনা করতে আসতেন, যে কোন সময় তারা এখানে চ্যাপেলে প্রার্থনা করতে আসতে পারেন এবং আপনাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য রাখতে পারেন।

আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিস্টার সোনিয়া আন্না রোজারিও, আরএনডিএম
পরিচালক
আরএনডিএম রিনিউল সেন্টার
ফোন : ০১৭৮৮৫৯৯৫৬৪
ইমেল: sonyaroz85@gmail.com

সিস্টার রোজলীন সন্ধ্যা রোজারিও, আরএনডিএম
প্রোগ্রাম পরিচালক
আরএনডিএম রিনিউল সেন্টার
ফোন: ০১৭৩২০০৫০৪৫
ইমেল: roseshondhya@yahoo.com

বিজ্ঞ-০৪/২০২২

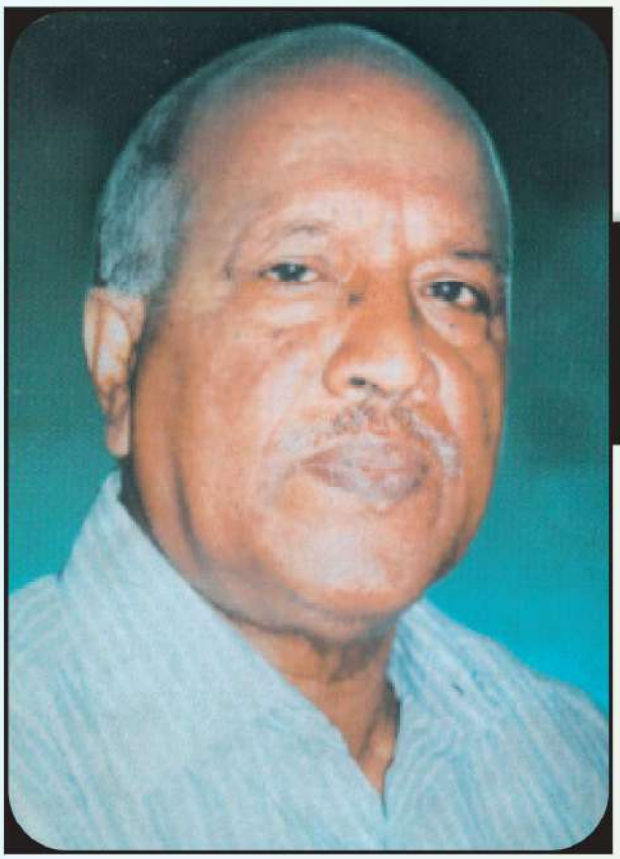

১৯ তম মৃত্যুবার্ষিকী

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর এই রম্যদেশে তুমি আছ

ডানিয়েল কোড়াইয়া

জন্ম: ৩১ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ জানুয়ারি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

বিশিষ্ট সমবায়ী ও সমাজসেবক
প্রয়াত ডানিয়েল কোড়াইয়ার
আত্মার চির শান্তি কামনায় শোকাহত পরিবার

স্ত্রী: মল্লিকা কোড়াইয়া
ছেলে-ছেলে বৌ: শুভ্র-শিউলি, নোয়েল-মৌ, যোয়েল-মিতা।
নাতি-নাতনী: সৌম্য, সৌগত, রূপকথা, রংধনু, মুগ্ধ ও মহার্ঘ্য।
নীড়-২৪ ডানিয়েল কোড়াইয়া ভবন,
৩৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞ-০৩/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 01
Regd. No. DA-34
❖ 9 - 15 January, 2022, ২৫ পৌষ - ১ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে।** এই তীর্থোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহা তীর্থোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

বি. দ্র. ১। পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছাদান সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীতে অথবা স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মধ্যদিয়ে দিতে পারবেন।

২। আগাম যোগাযোগের ভিত্তিতে ৫০ টাকা রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে পর্বদিনে দুপুরের প্যাকেট লাঞ্চ সংগ্রহ করার সুবিধা রয়েছে। তবে অবশ্যই ৩০ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ এর মধ্যে স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমে জানাতে হবে।

চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ড

- ৪০ টি পাকা টয়লেট নির্মাণাধীন, যা এবারের পর্বে ব্যবহার করা যাবে।
- জমি ভরাটের কাজ চলমান।
- দক্ষিণের জলাশয় (পুকুর) ভরাট ও উত্তরের রাস্তা প্রশস্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে।
- চারিদিকে পানি নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থা করা হবে।
- চ্যাপেলের ভিতর নতুন করে আস্তর করা হবে।

এসব চলমান উন্নয়ন কাজে আপনিও শরিক হয়ে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করুন।

অনুগ্রহ করে মাস্ক পরুন ও সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

নভেনা খ্রিস্টযাগ

২৬ জানুয়ারি থেকে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ

- সকাল ০৬:৩০ মিনিট এবং
- বিকাল ০৩:৪৫ মিনিট

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার

- ১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৭টা
- ২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০টা

যোগাযোগের ঠিকানা

ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ
পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী
মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬৩১১১৯৯

ধন্যবাদান্তে

পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত,
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
নাগরী ধর্মপল্লী

খ্রিষ্ট-০২/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org